স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী

(পঞ্চম ভাগ)

প্রথম সংস্করণ।

পৌষ ১৩৩২

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

[মূল্য ॥৵৹ আনা।

পত্রাবলী

পঞ্চম ভাগ

[৺বলরাম বসু মহাশয়কে ও তৎসঙ্গে অপরাপর কয়েকজনকে লিখিত স্বামিজীর কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইল। এগুলি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে লিখিত। এগুলিতে স্বামিজী সাধারণ সমক্ষে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার বহু পূর্ব্বে কিরূপ সাধনা ও মানসিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এই পত্রগুলি তাঁহার প্রামাণ্য জীবনচরিতের এক প্রধান উপকরণ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পত্রগুলির নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশ ব্যতীত ও স্থানে স্থানে কয়েকটি নাম ব্যতীত সমুদয়ই যথাযথ প্রকাশিত হইল। দুএকটি শব্দ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং একখানি পত্র অতি জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহার কয়েক স্থল অনেক চেষ্টায়ও পড়িতে না পারায় বাদ দিতে হইয়াছে। ইংরাজী শব্দ বা বাক্যগুলির সর্ব্বত্র অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।]

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১)

আঁটপুর* (হুগলি জেলা)

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮।

প্রিয় ম,—

মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে।

আপনার

নরেন্দ্রনাথ।

পুঃ—সে উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করিবে। কোন ব্যক্তিকে যখন তাহার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাই না কেন—তাহাতেই আশ্চর্য্য হই।

---

* এই স্থান স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। স্বামিজী ও তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(২)

বৈদ্যনাথ।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

নমস্কারপূর্ব্বকম্—

বৈদ্যনাথে পূর্ণ বাবুর বাসায় কয়েক দিন আছি। শীত বড় নাই, শরীরও বড় ভাল নহে—হজম হয় না, বোধ হয় জলে লৌহাধিক্যের জন্য। কিছুই ভাল লাগিল না—স্থান, কাল ও সঙ্গ। কাল কাশী চলিলাম। দেওঘরে অচ্যুতানন্দ—র বাসায় ছিল। সে আমাদের সংবাদ পাইয়াই বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বড় জিদ্ করে। শেষে আর একদিন দেখা হইয়াছিল—ছাড়ে নাই। সে বড় কর্ম্মী, কিন্তু সঙ্গে ৭।৮টা স্ত্রীলোক বুড়ি জয় রাধেকৃষ্ণই অধিক—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা! তাহার কর্ম্মচারীরাও আমাদের অত্যন্ত ভক্তি করে। তাহারা কেহ কেহ উহার উপর বড় চটা—তাহারা তাহার নানাস্থানের দুষ্কর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে আমি—র কথা পাড়িলাম। তোমাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রম বা সন্দেহ আছে—তজ্জন্যই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি।

তাঁহাকে এখানকার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরাও বড় মান্য ও ভক্তি করে। তিনি অতি বালিকা অবস্থায়—র কাছে আসিয়াছিলেন, বরাবর স্ত্রীর ন্যায় ছিলেন। এমন কি,—র মন্ত্রগুরু ভগবানদাস বাবাজীও জানিতেন যে, তিনি উঁহার স্ত্রী। তাহারা বলে, উঁহার মা তাঁহাকে—র কাছে দিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক তাঁহার এক পুত্র হয় ও মরিয়া যায় এবং সেই সময়ে—কোথা হইতে একটা জয় রাধেকৃষ্ণ বামনী আনিয়া ঘরে ঢোকায়, এই সকল কারণে তিনি তাহাকে ফেলিয়া পলান। যাহা হউক, সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, তাঁহার চরিত্রে কখন কোনও দোষ ছিল না, তিনি অতি সতী বরাবর ছিলেন এবং কখন স্ত্রী স্বামী ভিন্ন—র সহিত অন্য কোনও ব্যবহার বা অন্য কাহারও প্রতি ছিল না। এত অল্প বয়সে আসিয়াছিলেন যে, সে সময়ে অন্য পুরুষ সংসর্গ সম্ভবে না। তিনি—র নিকট হইতে পলাইয়া যাইবার পর তাহাকে লেখেন যে, আমি কখনও তোমাকে স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যবহার করি নাই, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সহিত আমার বাস করা অসম্ভব। ইহার পুরাতন কর্ম্মচারীরাও ইহাকে সয়তান ও তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে ও বলে, তিনি যাবার পর হইতেই ইহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

এ সকল লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধী গল্পে আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না। এ সকল ভাব সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে না তাহার মধ্যে এত পবিত্রতা—আমি romance * মনে করিতাম, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি—সকল ঠিক। তিনি অতি পবিত্র, আবাল্য পবিত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সকল সন্দেহের জন্য তুমি আমি সকলেই তাঁহার নিকট অপরাধী। আমি তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি মিথ্যাবাদিনী নহেন। তাঁহার ধর্ম্মে ঐকান্তিকী আস্থাও চিরকাল ছিল, একথাও শুনিলাম।

এক্ষণে ইহাই শিখিলাম, ঐ প্রকার তেজ মিথ্যা-বাদিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে না।

আপনার পীড়া এখনও আরাম হইতেছে না। এখানে খুব পয়সা খরচ না করিতে পারিলে রোগীর বিশেষ সুবিধা বুঝি না। যাহা হয় বিবেচনা করিবেন। সকল দ্রব্যই অন্যত্র হইতে আনাইয়া লইতে হইবে।

বশম্বদ

নরেন্দ্রনাথ।

---

* কাল্পনিক গল্প মাত্র।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৩)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

এলাহাবাদ।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

শ্রীচরণেষু,

গুপ্ত * আসিবার সময় একটা শ্লিপ ফেলিয়া আসিয়াছিল এবং পরদিবসে একখানি যোগেনের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ এলাহাবাদ যাত্রা করি। পরদিবস পৌঁছিয়া দেখিলাম, যোগেন † সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। পানিবসন্ত (দুই একটা 'ইচ্ছা' ও ছিল) হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু অতি সাধু ব্যক্তি এবং তাঁহাদের একটি সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা অতি ভক্তি ও সাধুসেবাপরায়ণ। ইঁহাদের বড় জিদ—আমি এস্থানে মাঘমাস থাকি, আমি কিন্তু কাশী চলিলাম। গো—মা, যো—মা এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জন ‡ ও বোধ

---

* শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত বা স্বামী সদানন্দ। স্বামিজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য।

† শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ৺স্বামী যোগানন্দ।

‡ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ৺স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না। আপনি কেমন আছেন?

ঈশ্বরের নিকট সপরিবারে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুলসীরাম, চুনীবাবু প্রভৃতিকে আমার নমস্কারাদি দিবেন।

কিমধিকমিতি

দাস নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

এলাহাবাদ।

৫ জানুয়ারি, ১৮৯০।

নমস্কার নিবেদনঞ্চ,

মহাশয়ের পত্রে আপনার পীড়ার সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বৈদ্যনাথ change (বায়ু পরিবর্ত্তন) সম্বন্ধে আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্ব্বল অথচ অত্যন্ত নরম শরীর লোকের অর্থব্যয় অধিক না করিলে উক্ত স্থানে চলা অসম্ভব। যদি পরিবর্ত্তনই আপনার পক্ষে বিধি হয় এবং যদি কেবল সস্তা খুঁজিতে এবং গয়ং গচ্ছ করিতে

করিতে এতদিন বিলম্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। * *

বৈদ্যনাথ হাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু জল ভাল নহে, পেট বড় খারাপ করে—আমার প্রত্যহ অম্বল হইত। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing (বিনা মাশুলে প্রেরিত) দেখিয়া the devil take it * করিয়াছেন? আমি বলি change (বায়ু পরিবর্ত্তন। করিতে হয় ত শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy (ভগবৎকৃপায়ই সব হয়) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান তাহাকেই দয়া করেন)। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান, Lord (ভগবান) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (বায়ু পরিবর্ত্তন) করাইবেন? যদি এতই Lordএর উপর নির্ভর করেন, ডাক্তার ডাকিবেন না। * * *

* 'যা শক্র পরে পরে।' ভাবার্থ—গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছেন।

যদি আপনার Suit না করে (আপনার সহ্য না হয়) কাশী যাইবেন—আমিও এতদিনে যাইতাম, এখানকার বাবুরা ছাড়িতে চাহে না, দেখি কি হয় ।

*　　　*　　　*　　　*

কিন্তু পুনর্ব্বার বলি, changeএ (বায়ু পরিবর্ত্তনে) যদি যাওয়া হয়, কৃপণতার জন্য ইতস্ততঃ করিবেন না । তাহা হইলে তাহার নাম আত্মঘাত । আত্মঘাতীর গতি ভগবানও করিতে পারেন না । তুলসী বাবু প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কারাদি দিবেন ।

ইতি

নরেন্দ্রনাথ ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)*

(৫)

প্রিয় ফকির,

*　　　*　　　*　　　*

একটি কথা তোমাকে বলি—উহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে

---

* এই পত্র ও পরের পত্রখানি এলাহাবাদ হইতে ৫ই জানুয়ারি তারিখে ৺বলরাম বাবুকে লিখিত পত্রের সঙ্গে লিখিত হইয়াছিল ।

পারে—নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্য্যন্ত রাখিও না। ধর্ম্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্য্যন্ত পাপ চিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্ম্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে। যেন কাপুরুষতা, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্ব্বলতা একদম না থাকে বাকি আপনা আপনি আসিবে। রামকে কখনও থিয়েটার বা কোনরূপ চিত্তদৌর্ব্বল্যকারক আমোদ-প্রমোদে লইয়া যাইও না, বা যাইতে দিও না।

তোমার—

নরেন্দ্রনাথ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৬)

প্রিয় রাম ইত্যাদি—

বৎসগণ, মনে রাখিও, কাপুরুষ ও দুর্ব্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর। ইতি—

তোমাদের—

নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৭)

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

গাজিপুর

৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আমি এক্ষণে গাজিপুরে সতীশবাবুর নিকট রহিয়াছি। যে কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিয়াছি তন্মধ্যে এইটি স্বাস্থ্যকর। বৈদ্যনাথের জল বড় খারাপ, হজম হয় না। এলাহাবাদ অত্যন্ত ঘিঞ্জি—কাশীতে যে কয়েকদিন ছিলাম দিনরাত জ্বর হইয়া থাকিত—এত ম্যালে-

রিয়া। গাজিপুরের, বিশেষতঃ আমি যে স্থানে থাকি, জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পওহারী বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজী বাঙ্গালার মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড় বড় ঘর chimney &c. (চিমনি ইত্যাদি)। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতি-মধ্যে বাবাজীর সহিত দেখা হইল ত হইল—নহিলে এই পর্য্যন্ত। প্রমদা বাবুর বাগান সম্বন্ধে কাশী হইতে স্থির করিয়া লিখিব। কা—ভট্টাচার্য্য যদি একান্ত আসিতে চাহে ত আমি কাশীতে রবিবার যাইলে যেন আসে—না আসিলেই ভাল। কাশীতে দুই চারিদিন থাকিয়া শীঘ্রই হৃষীকেশ চলিতেছি—প্রমদা বাবুর সঙ্গে যাইলেও যাইতে পারি। আপনারা এবং তুলসীরাম সকলে আমার যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন ও ফকির, রাম, কৃ—প্রভৃতিকে আমার আশীর্ব্বাদ।

দাস—

নরেন্দ্র।

পুঃ—আমার মতে আপনি কিছুদিন গাজীপুরে থাকিলে বড় ভাল—এখানে সতীশ বাঙ্গালা

ঠিক করিয়া দিতে পারিবে ও গগন চন্দ্র রায় নামক একটি বাবু—আফিম আফিসের head (বড় বাবু) তিনি যৎপরোনাস্তি ভদ্র, পরোপকারী ও social (সামাজিক ও সৌজন্যপরায়ণ।) ইঁহারা সব ঠিক করিয়া দিবেন। বাড়ী ভাড়া ১৫৲।২০৲ টাকা; চাউল মহার্ঘ, দুগ্ধ ১৬।২০ সের, আর সকল অত্যন্ত সস্তা আর ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে কোনও ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কিছু expensive (বেশী খরচ পড়িবে) ৪০৲।৫০৲ টাকার উপর পড়িবে। কাশী বড় damned malarious (কাশীতে ভয়ানক ম্যালেরিয়া)।

প্রমদা বাবুর বাগানে কখনও থাকি নাই—তিনি কাছ ছাড়া করিতে দেন না। বাগান অতি সুন্দর বটে, খুব furnished (সাজান গোজান) এবং বড় ও ফাঁকা। এবার যাইয়া থাকিয়া দেখিয়া মহাশয়কে লিখিব।

ইতি—

নরেন্দ্র।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৮)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
গোরাবাজার, গাজিপুর।
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার আপসোস্ পত্র পাইয়াছি। আমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি না, বাবাজীর অনুরোধ এড়াইবার যো নাই। সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস্ করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss (আদর্শ আনন্দ) এর দিকে চাহিতে গেলে একথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার কি হইল, কি হইল অতি ভাল—উন্নতির আশাস্বরূপ—নহিলে কেহ উঠিতে পারে না। "পাগ্‌ড়ি বেঁধেই ভগবান" যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম্। আপনার সর্ব্বদাই যে মনে পড়ে "কি হইল", আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।

গিরীশবাবুর সহিত মাঠাকুরাণীকে আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে—গিরীশবাবু লিখিয়াছেন—সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে আপনি অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি—কার্য্যসিদ্ধির প্রধান উপায় যে ধৈর্য্য—এ আপনি ঠিক বুঝেন, সে বিষয়ে চপলমতি আমরা আপনার নিকট বহু শিক্ষার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। কাশীতে আমি—র ঘাড় না ভাঙ্গা যায় এবিষয়ে একদিন বাদানুবাদ ছলে কহিয়াছিলাম। তৎ-সওয়ায় আর আমি কোনও খবর জানিনা এবং জানিতে ইচ্ছাও রাখি না। মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কথা কহি?—কে যে বারণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি দোষের হইয়া থাকে, তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সদ্বিবেচক—আপনাকে কি বলিব? কান দুটো, কিন্তু মুখ একটা; বিশেষতঃ আপনার মুখ বড় কড়া এবং ফস্ ফস্ করিয়া Large promises (বেশী বেশী অঙ্গী-কারবাক্য) বাহির হয় না বলিয়া আমিও আপনার উপর অনেক সময়ে বিরক্ত হই, কিন্তু পরে বিচার করিয়া দেখি যে, আপনিই সদ্বিবেচনার কার্য্য করেন। "Slow but sure" (মন্দগতি, কিন্তু নিশ্চিতগামী)।

"What is lost in power is gained in speed" (আপাততঃ যে পরিমাণ শক্তির অপচয় বোধ হয়, গতির পরিমাণে তাহা পুষাইয়া যায়) যাহাই হউক, সংসারে কথা লইয়াই কাজ। কথার ছাল ছাড়াইয়া (তাতে আপনার কৃপণতার আবরণ—এত ছাড়াইয়া) অন্তর্দৃষ্টি সকলের হয় না এবং বহু সঙ্গ না করিলে কোনও ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। ইহা মনে করিয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণীকে স্মরণ করিয়া * * যদি আপনাকে কিছু কটুকাটব্য বলিয়া থাকে ক্ষমা করিবেন। ধর্ম্ম দলে নহে, হুজ্জুকে নহে, ৺গুরুদেবের এই সকল উপদেশ ভুলিয়া যান কেন? আপনার যা করিবার সাধ্য করুন, কিন্তু তাহার কি ব্যবহার হইল কি না হইল, ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার আমাদের বোধ হয় নাই। দলের idea (ভাব) যতক্ষণ থাকিবে, পরমহংসের শিষ্যের উপর বিশেষত্ববোধ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা যাইবে।

আপনাকে অধিক কি লিখিব—এ সকল সম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে না লিখেন এই প্রার্থনা। গিরীশবাবু যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে এ সময়ে মাতাঠাকুরাণীর সেবায় তাঁহার বিশেষ শান্তিলাভ হইবে। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি বিচার

করিব। আর ৺গুরুদেব আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। আপনার বাটী ভিন্ন কোথাও অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না এবং শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরাণীও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—এই সকল মনে করিয়া আমাদের ন্যায় চপলমতি বালকদিগের (নিজ পুত্রের কৃত অপরাধের ন্যায়) সকল অপরাধ সহ্য ও ক্ষমা করিবেন—অধিক কি বলিব।

জন্মোৎসব কবে হইবে পত্রপাঠ লিখিবেন। আমার কোমরে একটা বেদনায় বড় অসুস্থ করিয়াছে। আর দিন কয়েক বাদে এস্থানে বড় শোভা হইবে—ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী গোলাপফুলের মাঠে ফুল ফুটিবে। সেই সময়ে সতীশ কতকগুলা তাজাফুল ও জল মহোৎসব উপলক্ষে পাঠাইবে বলিতেছে। যোগেন কোথায় কেমন আছে? বাবুরাম কেমন আছে? সা—কি এখন তেমনি চঞ্চলচিত্ত? গুপ্ত কি করিতেছে? তা—দাদা, গোপাল দাদা প্রভৃতিকে আমার প্রণাম। মাষ্টারের ভাইপো কতদূর পড়িল? রাম ও ফকির ও কৃ—কে আমার আশীর্ব্বাদাদি দিবেন। তাহারা পড়াশুনা কেমন করিতেছে? ভগবান্ করুন, আপনার ছেলে যেন মানুষ হয়—না-মরদ না হয়। তুলসী বাবুকে আমার লক্ষ লক্ষ সাদর সম্ভাষণ দিবেন এবং এবারে একলা সা—ও

নিজের খাটনি খাটিতে পারিবে কি না? চুনীবাবু কেমন আছেন? * *

মাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।

নিম্নে লিখিত কয়েক ছত্র গুপ্তকে দেখাইবেন।

দাস—

নরেন্দ্র।

(স্বামী সদানন্দকে লিখিত)

(৯)

কল্যাণবরেষু,

বোধ করি শারীরিক কুশলে আছ। আপনার জপ-তপ সাধন ভজন করিবে ও আপনাকে দাসানুদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুমি যাঁহাদের কাছে আছ, আমিও তাঁহাদের দাসানুদাস ও চরণরেণুর যোগ্য নহি—এই জানিয়া তাঁহাদের সেবা ও ভক্তি করিবে। ইহারা গালি দিলে বা খুন করিলেও ক্রুদ্ধ হইও না। কোন স্ত্রীসঙ্গে যাইও না—Hardy (কষ্ট-সহিষ্ণু) হইবার অল্প অল্প চেষ্টা করিবে এবং সইয়ে

সইয়ে ক্রমে ভিক্ষা দ্বারা শরীর ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়, সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্ত্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর * কথা শুনিবে। গুরুনিষ্ঠা ও অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ব্যতিরিক্ত কিছুই হইবে না—নিশ্চিত, নিশ্চিত জানিবে। Strict morality (খাঁটি নীতিপরায়ণতা) চাহি—একটুকু এদিক্ ওদিক্ হইলে সর্ব্বনাশ।

ইতি—

নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(১০)

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজিপুর।

১২ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

বলরাম বাবু,

Receipt (রসিদ) পাবামাত্র লোক পাঠাইয়া Fairlie place (ফেয়ার্লি প্লেস) রেলওয়ে গুদাম হইতে গোলাপ ফুল আনাইয়া শশীকে (স্বামী রামকৃষ্ণা-

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

নন্দ) পাঠাইয়া দিবেন। আনাইতে বা পাঠাইতে বিলম্ব না হয়।

বাবুরাম Allahabad (এলাহাবাদ) যাইতেছে শীঘ্র—আমি আর একযায়গা চলিলাম।

নরেন্দ্র।

P. S. দেরী হলে সব খারাপ হইয়া যাইবে—নিশ্চিত জানিবেন।

নরেন্দ্র।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(১১)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

গাজিপুর।

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র কল্য পাইয়াছি। সুরেশ বাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আপনারও পীড়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয়। অহংবুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন চেষ্টার ত্রুটি হইলে তাহাকে আলস্য এবং দোষ এবং অপরাধ বলা যায়। যাঁহার উক্ত বুদ্ধি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে তিতিক্ষাই

ভাল। জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর কর্ম্মের সাধন স্বরূপ—ইহাকে যিনি নরককুণ্ড করেন, তিনি অপরাধী এবং যিনি অযত্ন করেন, তিনিও দোষী। যেমন সামনে আসিবে খুঁৎ খুঁৎ কিছুমাত্র না করিয়া তেমনই করিয়া যাউন।

"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

—যে টুকু সাধ্য সেটুকু করা, মরণও ইচ্ছা না করিয়া এবং জীবনও ইচ্ছা না করিয়া—ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কাশীতে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে—প্রমদা বাবু প্রয়াগে গিয়াছেন। বাবুরাম * হঠাৎ এস্থানে আসিয়াছে—তাহার জ্বর হইয়াছে—এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। কালীকে † ১০৲ টাকা পাঠান গিয়াছে—সে বোধ হয় গাজিপুর হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাইবে। আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম। কালী আসিয়া আপনাদের পত্র লিখিলে যাহা হয় করিবেন। আমি লম্বা। আব পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এস্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে।

* স্বামী প্রেমানন্দ।

† স্বামী অভেদানন্দ।

ফুল বোধহয় রিসিট (রসিদ) প্রাপ্তিমাত্রই আনাইয়া-লইয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সমদৃষ্টি হয়—সহজাত বন্ধন ছাড়াইয়া পাতান বাঁধনে আবার যেন না ফাঁসি। যদি কেহ মঙ্গলকর্ত্তা থাকেন এবং যদি তাঁহার সাধ্য এবং সুবিধা হয়, আপনাদের পরম মঙ্গল হউক—ইহাই আমার দিবারাত্র প্রার্থনা। কিমধিকমিতি—

দাস

নরেন্দ্র।

---

(১২)

অতুল বাবু—*

আপনার মনের অবস্থা খারাপ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম—যাহাতে আনন্দে থাকেন তাহাই করুন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং

---

* ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা ৺অতুলচন্দ্র ঘোষকে লিখিত এই পত্রটুকু ৺বলরাম বাবুকে লিখিত ১৫ই মার্চ্চের পত্র মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।

দাস

নরেন্দ্র।

পুনঃ—আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম—দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।

(বেলগামের ভূতপূর্ব্ব ফরেস্ট-অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত।)

(১৩)

মাড়গাঁও,

১৮৯৩।

কল্যাণবরেষু,

আপনার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম। আমি এ স্থানে নিরাপদে পৌঁচি ও তদনন্তর পাঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই—অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছি। গোকর্ণ, মহাবলেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম। কল্য প্রাতঃকালের ট্রেনে ধারবাড় যাত্রা করিব। যষ্টি আমি লইয়া আসিয়াছি। ডাক্তার যুগড়েকরের মিত্র আমায় অতিশয় যত্ন করিয়াছেন। ভাটেসাহেব ও অন্যান্য সকল মহাশয়কে

আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইবেন। ঈশ্বর আপনার ও আপনার পত্নীর সকল কল্যাণ করুন। পঞ্জেম সহর বড় পরিষ্কার। এখানকার খ্রীষ্টিয়ানেরা অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ।

ইতি—

সচ্চিদানন্দ।*

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১৪)

C/O বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
স্থপারিণ্টেডিং ইঞ্জিনিয়র
খার্ত্তাবাদ, হায়দরাবাদ
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার বন্ধু সেই যুবক গ্রাজুয়েটটি ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন—একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এসেছিলেন। এখন আমি ঐ বাঙ্গালী, ভদ্রলোকটির কাছেই রয়েছি—কাল তোমার যুবক বন্ধুটির কাছে গিয়ে

* আমেরিকা-যাত্রার কিছু পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা-যাত্রা পর্য্যন্ত স্বামিজী সচ্চিদানন্দ নামে নিজেকে পরিচিত করিতেন।

কিছুদিন থাক্‌বো—তারপর এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখা হয়ে গেলে—কয়েক দিনের মধ্যেই মান্দ্রাজে ফির্‌ছি। কারণ, আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমায় জানাচ্ছি যে, আমি এখন আর রাজপুতনায় ফিরে যেতে পার্ব্বো না—এখানে এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে —জানি না রাজপুতনায় আরও কি ভয়ানক গরম হবে, আর আমি গরম আদপে সহ্য কর্‌তে পারি না। সুতরাং এরপর আমাকে ব্যাঙ্গালোরে আবার যেতে হবে, তারপর উতকামন্দে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাব। গরমে আমার মাথার ঘিটা যেন ফুট্‌তে থাকে।

সুতরাং আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল আর এই জন্যেই আমি গোড়াতেই মান্দ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। তা কর্‌তে পার্‌লে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্যে আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতুম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ, এই গরমে আমি ঘুরে রাজরাজড়াকে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারব না—আমি তা কর্‌তে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ, আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং আমার মতলব ছিল আমার বন্ধুদের

অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা আর মান্দ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুণ আমার সব আশাভরসা চূরমার হয়ে গেছে—এখন আমি অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলুম—ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হোক্। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নাই। তবে তুমি এক রকম নিশ্চিতই জেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই দুই একদিনের জন্য মান্দ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ব্যাঙ্গালোরে যাব আর তথা হতে উতকামন্দে যাব—দেখা যাক্ যদি মহারাজ আমায় পাঠায়। 'যদি' বল্‌ছি, তার কারণ, আমি—র অঙ্গীকারবাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না। তারা ত আর রাজপুত নয়—আর রাজপুত বরং প্রাণ দেবে, কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। যাই হক্, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—অভিজ্ঞতাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

"স্বর্গে যেরূপ মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, কারণ, অনন্তকালের জন্য তোমারই মহিমা জগতে ঘোষিত হচ্ছে এবং সবই তোমারই রাজত্ব।"

তোমাদের সকলে আমার শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি—

তোমার

সচ্চিদানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১৫)

খেতড়ি, রাজপুতানা,
২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৩।

প্রিয় ডাক্তার,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি আপনার প্রীতির জন্য আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। বালাজী বেচারার পুত্রের দেহত্যাগ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলাম। "প্রভুই দিয়া থাকেন আবার প্রভুই গ্রহণ করেন—প্রভুর নাম ধন্য হউক।" আমরা কেবল জানি, কিছুই নষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। আমাদিগকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে তাঁহার নিকট হইতে যাহাই আসুক না কেন, মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। সেনানী যদি তাঁহার অধীনস্থ সেনাকে কামানের মুখে যাইতে বলেন, তাহার তাহাতে অভিযোগ করিবার বা ঐ আদেশ পালন করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিবার অধিকার নাই। বালাজীকে প্রভু এই শোকে সান্ত্বনা দান করুন আর এই শোক যেন তাহাকে সেই পরমকরুণাময়ী জননীর বক্ষের নিকট হইতে নিকটতর দেশে লইয়া যায়।

মান্দ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে-

আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার যো নাই, কারণ, আমি পূর্ব্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিবেন, রাজা অথবা আমার গুরুভাইগণের আমার সংকল্পে বাধা দিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর আমার প্রতি ত অগাধ ভালবাসা।

একটা কথা—চেটির উত্তরটি ঠিক হয় নাই। আমি বেশ ভাল আছি। দু এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বোম্বাই রওনা হইতেছি।

সেই সর্ব্বশুভবিধাতা আপনাদের সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুণ, ইহাই সচ্চিদানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা।

পুঃ—আমি জগমোহনকে আপনার নমস্কার জানাইয়াছি। তিনিও আমাকে আপনাকে তাঁহার প্রতিনমস্কার জানাইতে বলিতেছেন।

(কিয়দংশ)

(১৬)

আমেরিকা।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল।

প্রিয়—

আমাদের কোন সঙ্ঘ নাই—আমরা কোন সঙ্ঘ গড়্‌তেও চাই না। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক) যা কিছু শিক্ষা দিতে, যা কিছু প্রচার করতে চায় তদ্বিষয়ে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

যদি তোমার ভিতরে ভাব থাকে, তবে অপর পাঁচজনকে তোমার দিকে আকৃষ্ট কর্‌বার কোন বাধাই হবে না। থিওসফিষ্টদের কার্যপ্রণালীর অনুসরণ আমরা কখনই করতে পারি না—তার সোজা কারণ এই যে, তারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আর আমরা তা নই।

আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নাই। আমি অতি অল্পই জানি—সেই অল্পস্বল্প যা জানি, তার কিছু চেপে না রেখেই আমি শিক্ষা দিয়ে যাই। যে বিষয়টা জানিনা, সেটা স্পষ্ট স্বীকারই করি যে উহা—আমার জানা নাই আর

থিওসফিষ্ট, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছ থেকেই হোক, লোক কিছুই সাহায্য পাচ্ছে জান্‌লে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বলব। আমি ত একজন সন্ন্যাসী—সুতরাং এ জগতে আমি ত কারও গুরু বা প্রভু নই, আমি ত সকলেরই দাস। যদি লোকে আমায় ভালবাসে বাসুক তাদের খুসি, ঘৃণা করে করুক—তাদের খুসি।

প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকেই করতে হবে—প্রত্যেককেই নিজের কাজ নিজে কর্‌তে হবে। আমি কারও সাহায্য খুঁজিনা, কেউ, সাহায্য করতে এলে ত্যাগও করব না, আর জগতে কেউ আমার সাহায্য করুক, এ দাবি কর্‌বারও আমার অধিকার নাই। যে কেউ আমায় সাহায্য করেছে বা করবে, সে আমার প্রতি তার দয়া, উহাতে আমার দাবিদাওয়া কিছু নাই, সুতরাং উহার জন্য তার কাছে আমি চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ।

যখন আমি সন্ন্যাসী হলাম, তখন আমি বুঝে সুঝেই ঐ পথ নিয়েছিলাম, বুঝেছিলাম, শরীরটা—অনাহারে মরবে—তার জন্য আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি ত ভিখারী। আমার বন্ধুরা সব গরিব। আমি গরিবদের ভালবাসি। আমি দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করে নিই। কখনও কখনও যে আমার

উপবাস করে কাটাতে হয় তাতে আমি খুসী। আমি কারও সাহায্য চাই না—তাতে ফল কি? সত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে, আমার সাহায্যের অভাবে সত্য নষ্ট হয়ে যাবে না।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলেছেন,

"সুখেদুঃখে সমে কৃত্বালাভালাভৌ জয়াজয়ৌ—

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব.........

সুখদুঃখ, লাভ অলাভ, জয় অজয় সব সমান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এইরূপ অনন্ত ভালবাসা, সর্ব্বাবস্থায় এইরূপ অবিচলিত সাম্যভাব থাক্‌লে এবং ঈর্ষ্যা দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে কাজ হয়। তাতেই কেবল কাজ হয়, আর কিছুতেই হয় না।

*　　*　　*　　*

[১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, ২৯শে জুন ও ১১ই জুলাইএ স্বামিজীর লিখিত ইংরাজী পত্রগুলির কোন অংশ বাদ না দিয়া সমগ্র অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। কোন কোন সংস্করণে এইগুলির মধ্যে উপদেশপূর্ণ অংশগুলি মাত্র বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের সমগ্র পত্র প্রকাশের কারণ, যথার্থ তথ্যপূর্ণ

জীবনচরিত রচনার পক্ষে কোন ব্যক্তির লিখিত পত্র যেরূপ সাহায্যকারী, আর কিছুই তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ উহা দ্বারা সেই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ের চিন্তা ও কল্পনা-রাশির সহিত একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটে। তবে ইহাতে যে তাঁহাকে অনেক স্থলে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা নাই, তাহাও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলির এক-আধখানি মাত্র তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলে মনে হইতে পারে, স্বামিজী ভারতে তাঁহার শিষ্যদের বলিয়া কহিয়া সভাসমিতি করাইয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া গালাগালি করিতেছেন। কিন্তু ঐ তিনখানি পত্র একত্র—বিশেষতঃ শেষ পত্রখানি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সে ভ্রম দূর হইবে—বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় শিষ্যগণ এমনকি সমগ্র ভারতবাসী পাশ্চাত্যদেশের ধরণ ধারণ অবগত না থাকায় স্বামিজী তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন মাত্র। সমগ্র ভারত তখন তাঁহার প্রশংসায় মুখরিত, কিন্তু ঐ প্রশংসা কেবল ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াই পর্য্যাপ্ত—পাশ্চাত্যদেশে যথায় স্বামিজীর কার্য্য চলিতেছে, তথায় উহার কিছুই পঁহুছিতেছে না, এদিকে বিরোধিগণ প্রণালীবদ্ধভাবে তাঁহার নিন্দাবাদ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতেছে। এক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সভাসমিতি করিয়া

ভারতবাসীর যথার্থ মনোভাব পাশ্চাত্যদেশে দস্তুরমত প্রণালীতে প্রচারিত না হইলে কার্য্যপ্রসারের বিঘ্ন হইতেছে—সেই কারণেই স্বামিজীর ঐরূপ লেখা ; আর পত্র প্রেরণের গোলযোগ বশতঃ স্বামিজীর নিকট ভারতীয় সংবাদ যথাসময়ে না পৌঁছায় শিষ্যগণের, এমন কি, সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি সাময়িক অনুযোগ, অভিমান ও দুঃখ প্রকাশ।]

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

(১৭)

নিউইয়র্ক,

৯ই এপ্রেল, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার শেষ পত্রখানি কয়েকদিন আগে পেয়েছি। দেখ, আমাকে এখানে এত বেশী ব্যস্ত থাক্‌তে হয় আর প্রত্যহ এতগুলো চিঠি লিখ্‌তে হয় যে, তুমি আমার কাছ থেকে সদাসর্ব্বদা পত্র পাবার আশা কর্‌তে পার না। যা হোক, এখানে যা কিছু হচ্ছে, যাতে তুমি মোটামুটি জান্‌তে পার, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করে থাকি। আমি ধর্ম্মমহাসভাসম্বন্ধীয় একখানি বই

তোমায় পাঠাবার জন্য চিকাগোয় লিখব। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চিত আমার দুটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা পেয়েছ।

সেক্রেটারী সাহেব আমায় লিখছেন, 'আমার ভারতে ফিরে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ, ভারতই আমার কার্য্যক্ষেত্র। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বাল্‌তে হবে যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে। অতএব ব্যস্ত হয়ো না, ঈশ্বরেচ্ছায় সবই সময়ে হবে। আমি আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে বক্তৃতা করেছি এবং উহাতে যে টাকা পেয়েছি, তাতে এখানকার ভয়ানক খরচ বহন করেও ফের্‌বার ভাড়া যথেষ্ট থাক্‌বে। আমার এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল বন্ধু হয়েছে—তার মধ্যে কতকগুলির সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অবশ্য গোঁড়া পাদরিরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালি মন্দ নিন্দাবাদ কর্‌তে আরম্ভ করেছেন, আর ম—বাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চিত হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদ্‌মাস, আবার কল্‌কাতায় গিয়ে তথাকার লোকদের বলছেন, আমি আমেরিকাতে গিয়ে ঘোর পাপকার্য্য ব্যভিচার সমূহে লিপ্ত হয়ে মহা কদাচারীর

জীবন যাপন করছি!!! প্রভু তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোন ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য্য হয়। আমি তোমার ভগিনীপতির * লিখিত পুস্তিকাগুলি এবং তোমার পাগলা বন্ধুর আর একখানি পত্র পেয়েছি। যুগসম্বন্ধে প্রবন্ধটি বড় সুন্দর—উহাতে যুগের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই ত ঠিক ব্যাখ্যা—তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসেছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

একটা জিনিস করা আবশ্যক—যদি তোমরা পার চেষ্টা করলে ভাল হয়। তোমরা মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পার? রামনাদের রাজা বা ঐরূপ একজন বড় লোক কাকেও সভাপতি করে ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পার যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাক)। তার পর সেই প্রস্তাবটি চিকাগো হেরাল্ড,

* অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য।

ইণ্টারওস্যান, নিউইয়র্ক সান এবং ডিট্রয়েট (মিচিগ্যান) থেকে প্রকাশিত কমার্সিয়াল এড্‌ভার্টাইজার কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিকাগো—ইলিনইস কাউন্টিতে অবস্থিত—নিউইয়র্কসানের আর বিশেষ ঠিকানার আবশ্যক নাই। কয়েক কপি ধর্ম্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাবে—আমি তাঁর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গেছি, রাস্তাটার নাম ইণ্ডিয়ানা-এভিনিউ। এক কপি ডিট্রয়েটের মিসেস্ যে, যে, ব্যাগির নামে পাঠাবে—তাঁর ঠিকানা ওয়াশিংটন-এভিনিউ। এই সভাটা যত বড় হয় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। যত বড় বড় লোককে পার ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা কর্‌বে—তাদের ধর্ম্মের জন্য, তাদের দেশের জন্য তাদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজ ও তাঁর দাওয়ানের নিকট হতে সভা ও উহার উদ্দেশ্যের সমর্থন করে চিঠি নেবার চেষ্টা কর—খেতড়ি মহারাজের নিকট থেকেও ঐরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর—মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও উহাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা কর।

উঠ বৎসগণ—এই কাজে লেগে যাও। যদি তোমরা এটা কর্‌তে পার, তবে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কাজ কর্‌তে পার্‌ব নিশ্চিত।

প্রস্তাবটি এমন ধরণের হবে যে, মাদ্রাজের হিন্দু-সমাজ যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা আমার এখানকার কার্য্যে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি সম্ভব হয় এইটির জন্য চেষ্টা করো—এতো আর বেশী কাজ নয়। সব জায়গা থেকে যতদূর পার আমাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ পত্রও যোগাড় কর, ঐগুলি ছাপাও, আর যত শীঘ্র পার মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহে পাঠাও। বৎসগণ, ইহাতে অনেকদূর কাজ হবে। এখানকার ব্রা—সমাজের লোকেরা যা তা বলছে—যত শীঘ্র হয়, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোর্‌বো। আমার পত্রগুলি প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যতদিন না আমি ভারতে ফিরছি ততদিন এইগুলির যতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করা যেতে পারে। একবার কাজ করতে আরম্ভ করলে খুব হুজুগ মেচে যাবে, কিন্তু আমি কাজ না করে বাঙ্গালীর মত কেবল লম্বা লম্বা কথা কইতে চাই না।

ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় কলকেতার

গিরীশ ঘোষ আর এম, মিত্র আমার গুরুদেবের ভক্তদের দিয়ে কল্‌কেতায় ঐরূপ সভার আহ্বান করাতে পারে। যদি পারে ত খুব ভালই হয়। কল্‌কেতায় উহারা পারে ত সভা করে ঐ একই রকম প্রস্তাব করিয়ে নিতে বল্‌বে। কল্‌কেতায় হাজার হাজার লোক আছে যারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। * *

আর বিশেষ কিছু লিখবার নাই। আমাদের সকল বন্ধুগণকে আমার সাদর সম্ভাষণাদি জানাবে—আমি সতত তাঁদের কল্যাণ প্রার্থনা কর্‌ছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—সাবধান—পত্র লিখবার সময় আমার নামের আগে 'His Holiness' লিখো না—এখানে উহা অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার শুনায়।

ইতি—বি।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

(১৮)

গ্রীনএকার সরাই,

ইলিয়ট, মেন।

২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি অনেকদিন তোমাদিগকে কোন পত্রাদি লিখি নাই, লিখবারও বড় কিছু ছিল না। খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিক-গণ * এই গ্রীনএকারে তাঁদের সমিতির এক বৈঠক বসানর দরুণ ইহা একটা মস্ত বড় হোটেলখানা ও একটা পাড়াগেঁয়ে বড় গৃহস্থের বাড়ীগোচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত বসন্তকালে নিউইয়র্কে যে মহিলাটির মাথায় এই বৈঠকের কল্পনাটা প্রথম আসে তিনি আমাকে এখানে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাই আমি এখানে এসেছি। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা, তাতে কোন সন্দেহ নাই আর আমার চিকাগোর অনেক পুরাতন বন্ধু এখানে রয়েছেন। তোমাদের মিসেস্ মিল্‌স্ ও মিস্ ষ্টক্‌হ্যামের কথা স্মরণ থাক্‌তে পারে। কোরা ষ্টক্‌হ্যাম এবং আর

---

* Christian Scientist—আমেরিকার একটি প্রবল সম্প্রদায়। ইহারা যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় অলৌকিক উপায়ে রোগীকে আরাম করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন।

কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নদীতীরে খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে তাতে বাস কচ্ছেন। তাঁরা খুব স্ফূর্ত্তিতে আছেন এবং কখন কখন তাঁরা সকলেই সারাদিন যাকে তোমরা বৈজ্ঞানিক পোষাক বল তাই পরে থাকেন। বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই হয়। বোষ্টন থেকে মিঃ কল্‌ভিন নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি প্রত্যহ বক্তৃতা করে থাকেন—সকলে বলে, তাঁর উপর মৃত আত্মার ভর হয়। 'সার্ব্বজনীন্ সত্যে'র সম্পাদিকা যিনি জিমি মিল্‌স্ প্রাসাদের উপর তালায় থাক্‌তেন—এখানে এসে জেঁকে বসেছেন। তিনি উপাসনা সম্মিলন কর্‌ছেন আর লোক জড় করে মনঃশক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন—আশা করি, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এতদ্রূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন কর্‌বেন। মোট কথা এই সম্মিলনটি অন্যান্য সম্মিলন থেকে একটু বিশেষ রকমের। এরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাব ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস্ মিল্‌স্ বেশ জাঁকজমকে আছেন, অন্যান্য অনেক ভদ্রমহিলাও তদ্রূপ। মিসেস্ চ্যাপিন নাম্নী এক ভদ্র মহিলাকে এতদিন আমি বিধবা ঠাউরেছিলাম—এখন দেখছি তাঁর স্বামী বরাবরই রয়েছেন। তিনি পরমা সুন্দরী। ডিট্রয়েটবাসিনী আর

একটি দীর্ঘকেশী সুন্দর কৃষ্ণনয়না উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনর মাইল দূরবর্ত্তী একটি দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন বলেছেন—আশা করি তথায় আমাদের পরমানন্দে সময় কাটবে। মিস্ আর্থার স্মিথ রয়েছেন। মিস্ গার্ণসি সোয়াম্প্ স্কট থেকে বাড়ী গেছেন।

আমি এখান থেকে আমিস্কোয়াম যেতে পারি বোধ হয়। এ স্থানটি বড় চমৎকার—এখানে স্নান করার ভারি আরাম। কোরা ষ্টক্হ্যাম আমার জন্য একটি স্নানের পোষাক করে দিয়েছে—হাঁস যেমন জল পেলে মহা আনন্দ পায়, আমিও তদ্রূপ জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে আনন্দ পাচ্চি আর "মৃৎপল্লানিবাসী"দের (হাঁসের দলের) পক্ষেও ইহা পরম উপাদেয় বটে।

আর বেশী কিছু লেখ্বার পাচ্চি না—আমি এখন এত ব্যস্ত যে, মাদার চার্চ্চকে পৃথক্ ভাবে লেখ্বার আমার সময় নাই। মিস হাউইকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবে।

বোষ্টনের মিঃ উড্ এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে তাঁর 'জলাবর্ত্ত' (?) * মহোদয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত হতে বিশেষ

* খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্ এডিকে স্বামিজী রঙ্গ করিয়া Mrs. Whirlpool বলিতেছেন—কারণ Eddy ও Whirlpool সমানার্থক।

আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক-আধ্যাত্মিক-আরও কত কি বিশেষণ দিয়া নিজেকে একজন মনঃশক্তিপ্রভাবে আরোগ্যকারী বলে পরিচিত করতে চান। কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিল—তাতে তাঁবুগুলোর উত্তম মধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এই সব 'আরোগ্য-বক্তৃতা' চল্‌ছিল, সেটির ঐ 'চিকিৎসা' প্রভাবে এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে সেটি মর্ত্ত্যলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করেছে আর প্রায় দুশ চেয়ার ভাবে গদগদ হয়ে নাচতে আরম্ভ করেছিল। মিল্‌স কোম্পানির মিসেস ফিগস্ প্রত্যহ প্রাতে একটা করে ক্লাস করে থাকেন আর মিসেস্ মিল্‌স্ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটায় যেন লাফিয়ে বেড়াচ্চেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে। আমি বিশেষতঃ কোরাকে এই আনন্দে মাততে দেখে ভারি খুসী হয়েছি—গত শীত ঋতুতে ওরা বিশেষ কষ্ট পেয়েছে—একটু আনন্দ করলে ওর পক্ষে ভালই হবে।

তাঁবুতে এরা যে রকম স্বাধীনভাবে রয়েছে শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে—তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা—একটু ছিট আছে—এই পর্য্যন্ত।

আমি এখানে আগামী শনিবার পর্য্যন্ত থাক্‌ব—

সুতরাং তোমরা যদি পত্র প্রাপ্তিমাত্র জবাব দাও, তবে এখান থেকে চলে যাবার পূর্ব্বেই পাব। একটি যুবক রোজ গান করে—সে পেশাদার—তার কনে তার সঙ্গে রয়েছে—সেও বেশ গাইতে পারে ও পরমা সুন্দরী—তার বোনও সঙ্গে আছে। এই সেদিন তাঁবুর সকলে একটা দেবদারু গাছের তলায় রাত্রি যাপন করতে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় ভারতীয় ধরণের আসন পীড়ি হয়ে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছ্‌লাম—তারকাখচিত নভোমণ্ডলের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমি ত এই আনন্দের এক ফোঁটা পর্য্যন্ত বাদ দিই নি।

একবৎসর ভোগবিলাসের ভিতর থেকে পশুবৎ জীবন যাপনের পর এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শুয়ে, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমাদের কি বল্‌বো। সরাই বা হোটেলে যারা রয়েছে তারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' করতে শেখাই আর তারা উহা আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই যে শুদ্ধাত্মা কারও মনে যে এতটুকু দাগ পর্য্যন্ত নেই—আর কি সাহসী ও নির্ভীক সকলে—সুতরাং

এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ কর্‌ছি। ঈশ্বর ধন্য—যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বর ধন্য যে, তিনি এই শিবিরনিবাসীদের নিঃস্ব করে-ছেন। বাবু বাবুনীরা রয়েছেন হোটেলে কিন্তু তাঁবুবাসী-দের স্নায়ুগুলি যেন লোহা বাঁধান, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরী আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টি-পাত হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উল্‌টে পাল্‌টে ফেলেছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায় সেই জন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুল্‌ছিল, তা যদি দেখ্‌তে তবে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হোতো—আমি এদের জোড়া দেখ্‌তে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আশা করি, তোমরা তোমাদের সুন্দরপল্লীনিবাসে বেশ আনন্দে আছ। আমার জন্য এক মুহূর্ত্তও ভেবো না—আমাকে তিনি দেখ্‌বেনই দেখ্‌বেন, আর যদি না দেখেন নিশ্চিত জান্‌বো আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আনন্দে চলে যাব।

"হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিষ দেয়—আমি গরিব—আমার আর কিছু নাই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে

সমর্পণ কর্‌লাম—হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর দয়া করে এইগুলি গ্রহণ কর্‌তেই হবে—নিতে অস্বীকার কর্‌লে চল্‌বে না।" (আমি তাই আমার সর্ব্বস্ব চিরকালের জন্য দিয়েছি।) একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরণের লোক আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'মাধব' অর্থাৎ ভগবানের রসস্বরূপ একেবারে বোঝে না। তারা হয় খুব জ্ঞান-চর্চ্চাড়ি করে অথবা ঝাড়ফুক করে রোগ আরাম করে—টেবিলে ভূত নাবায়, ডাইনগিরি ইত্যাদি ইত্যাদি। এদেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা, তেজের কথা শুনা যায় আর কোথাও তত শুনিনি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে আর কোথাও তত নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ আরামকারী শক্তি-বিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন—এরা দিন রাত তোতা পাখীর মত 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম' করে চেঁচাচ্ছে।

তোমরা শুদ্ধস্বভাবা ও উন্নতচিত্তা—তোমাদের শুদ্ধতাতে তোমাদের জন্য আমার ভিতর থেকে শুভচিন্তা টেনে বার কর্‌ছে। এদের মত চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে—জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর, অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্য রাজ্যের সেই অনন্ত

সৌন্দর্য্য, শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভাব ভূমিতে বাস কর্‌বার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু কখন খুঁজো না, উহাদিগকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়েও যেন স্পর্শ করো না—তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয় সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়-তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক—বাকি যা কিছু অর্থাৎ দেহ ও অন্য যা কিছু তাদের যা হবার হোক্ গে।

জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়—দিবারাত্র বল, "তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমায় ছাড়া আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না। তুমি আমাতে আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।" ধন থাকে না, সৌন্দর্য্য থাকে না, জীবনথাকে না, শক্তি থাকে না—কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন—প্রেম চিরদিনই থাকে। যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌লে তাতে কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আস্‌তে না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। তুমি যে জড় নও ইহাই তার একমাত্র প্রমাণ—জড়কে নিজের ভাবে থাক্‌তে একদম ছেড়ে দেওয়া। ঈশ্বরে লেগে থাক—দেহে বা অন্য কোথাও

কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা বিপদ দুঃখ এসে বিভীষিকা দেখাতে থাকে তখন বল—হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হতে থাকে, তখনও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়—জগতে যত রকম দুঃখ বিপদ আস্‌তে পারে তা এলেও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়। তুমি এইখানে রয়েছ তোমাকে আমি দেখ্‌ছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব কর্‌ছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায় ত্যাগ করো না। এই হীরার খনি ছেড়ে কাচ খণ্ডের অন্বেষণে যেওনা। এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—কি, তোমরা এই সুযোগ অবহেলা করে সংসারের সুখ অন্বেষণে যাবে? তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ—সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরম বস্তুই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক, তা হলে নিশ্চিত সেই পরম বস্তু লাভ কর্‌বে।

সর্ব্বদা আমার আশীর্ব্বাদ জান্‌বে।

তোমাদের—
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

(১৯)

C/o জর্জ্জ ডবলিউ হেল।
৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো
২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিনীগণ,

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থানী কবি তুলসী দাস তাঁর রামায়ণের ভূমিকায় বলেছেন,—“আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি, কিন্তু হায়, উভয়েই আমার নিকট সমভাবে দুঃখপ্রদ। অসাধু ব্যক্তি আমার নিকট আসিলেই তাহাতে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয় আর সাধু ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যায়।” *

আমি বলি ঠিক কথা। আমার পক্ষে ভগবানের প্রিয় সাধু ভক্তগণকে ভালবাসা ছাড়া সুখের ও

* বন্দোঁ সন্ত অসন্তন চরণা।
দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরণা॥
বিছুরত এক প্রাণ হরি লেই।
মিলত এক দারুণ দুখ দেই॥

ভালবাসার জিনিষ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই—আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ মরণ তুল্য যন্ত্রণা।

কিন্তু এ সব অনিবার্য্য। হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি! তুমি বাজতে থাক—তুমি যেদিকে চালাও, আমি সেইদিকে চলছি। হে মহৎ স্বভাবা মধুর প্রকৃতি সহৃদয়া পবিত্র স্বভাবাগণ! তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমার যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা হচ্চে তা আমার পক্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব। হায়, আমি যদি ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকগণের মত সুখদুঃখে নির্ব্বিকার হতে পারতাম!

আশাকরি তোমরা সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য বেশ উপভোগ করছো।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ গীতা।

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন আর প্রাণিগণ যাহাতে জাগ্রত থাকে, আত্মজ্ঞানী মুনির পক্ষে তাহা রাত্রিস্বরূপ।

এই জগতের ধূলি পর্য্যন্ত যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে; কারণ, কবি বলতে পারেন, জগৎটা হচ্চে মড়ার উপর একরাশ ফুলের মালা চাপান মাত্র। যদি পার উহাকে স্পর্শ কোরো না। তোমরা স্বর্গের

হোমা পাখীর শাবক—তোমাদের পদ এই মলিনতার পঙ্কিল পল্বলস্বরূপ জগৎ স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই তোমরা আকাশের দিকে আবার উড়ে যাও।

"যে আছ চেতন ঘুমায়োনা আর।"

জগতের লোকের ভালবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভালবাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ একজন মাত্র—সেই প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। জগতের লোক যাই বলুক না, আমরা সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। তবে যখন তারা আমাদের প্রেমাস্পদকে আঁকতে যায় ও তাঁকে নানারূপ কিম্ভূত-কিমাকার বিশেষণে বিশেষিত করে, তখনই আমাদের ভয় হয়। তাদের যা খুসি তাই করুক, আমাদের নিকট তিনি কেবল প্রেমাস্পদ মাত্র—তিনি আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম—প্রিয়তম—আর কিছুই নন।

তাঁর কত শক্তি কতগুণ আছে—এমন কি আমাদের কল্যাণ করবারও কত শক্তি আছে তা কে জানতে চায়? আমরা একেবারেই বলে রাখ্‌ছি আমরা কিছু পাবার জন্য ভালবাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই, আমরা কিছু প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিতে চাই।

হে দার্শনিক! তুমি আমায় তাঁর স্বরূপের কথা বল্‌তে আস্‌ছ, তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা তার গুণের কথা বল্‌তে

আসছ ? মূর্খ তুমি জান না, তাঁর অধরের একটি মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বার হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ওসব বাজে জিনিষ পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটি চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পার কি ?

মূর্খ তুমি যার সামনে ভয়ে হাতজোড় করে রয়েছ, যাঁর সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা কোর্‌ছো, আমি আমার হার নিয়ে বগলসের মত তাঁর গলায় দিয়ে তাতে একগাছি সুতো বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি—ভয়, পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান।

ঐ হার প্রেমের হার—ঐ সূত্র—প্রেমের জমাট বাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ তুমি ত সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জান না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জান না যে, যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচতেন ?

আমি এই যে পাগলের মত যা তা লিখলাম, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করবে। অব্যক্তকে ব্যক্ত কর্‌বার ব্যর্থ-প্রয়াসরূপ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্‌বে—ইহা কেবল

প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌বার জিনিষ। সদা আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—

তোমাদের ভ্রাতা—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২০)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো।

২৯শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয়—

সেদিন মহীশূর থেকে জি, জি-র এক পত্র পেলাম। দুঃখের বিষয়, জি, জি, আমাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে; তা না হলে সে চিঠির মাথায় তার অদ্ভুত কানাড়া ঠিকানাটা আর একটু পরিষ্কার করে লিখ্‌তো। তার পর চিকাগো ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আমাকে চিঠি পাঠান বড্ড ভুল। অবশ্য গোড়ায় আমারই ভুল হয়েছিল—আমারই আমাদের বন্ধুদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা ভাবা উচিত ছিল—তাঁরা ত আমার চিঠির মাথায় একটা ঠিকানা দেখ্‌লেই যেখানে খুসি আমার নামে চিঠি পাঠাচ্ছেন। আমাদের

মাদ্রাজ-বৃহস্পতিদের বোলো, তারা ত বেশ ভাল করেই জান্‌তো যে, তাদের চিঠি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হয়ত আমি সেখান থেকে ১০০০ মাইল দূরে চলে গেছি, কারণ, আমি ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। চিকাগোয় আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়ী হচ্ছে আমার প্রধান আড্ডা। এখানে আমার কাজের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বল্লেই হয়। কারণ, যদিও উহার খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহার আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে—

(১) ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মাদ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুন্‌ছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি কর্‌ছে—কিন্তু সে ত ঘরাও কথা হয়ে যাচ্ছে—তুমি জান্‌ছো আর আমি জান্‌ছি, কারণ, আলাসিঙ্গার প্রেরিত একটা তিন বর্গ ইঞ্চি কাগজের টুক্‌রো ছাড়া, আমি একখানাও ভারতীয় খবরের কাগজেও আমার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে—তা দেখি নি। অন্যদিকে, ভারতের খ্রীষ্টিয়ানরা যা কিছু বল্‌ছে মিশনরিরা তা খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে নিয়মিত-ভাবে প্রকাশ কর্‌ছে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা কর্‌ছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমই সিদ্ধ হয়েছে, কারণ, ভারত

থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বল্‌ছে না। ভারতের হিন্দু পত্রগুলি আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা কর্‌তে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌঁছায় নি। তজ্জন্য এদেশের অনেকে মনে করছে, আমি একটা জুয়াচোর। একে ত মিশনরিরা আমার পিছু লেগেছে—তার উপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—এক্ষেত্রে আমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই। এখন মনে হচ্ছে, কেবল মাদ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়ির জোরে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল, কারণ, তারা ত ছোকরা বই আর কিছুই নয়। অবশ্য আমি অনন্তকালের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা ত গুটিকতক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কিছু নয়—কাজের ক্ষমতা তাদের যে একদম নেই। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি আর যখন কারও অর্থসাহায্যের আবশ্যক হয়, তার নিদর্শনপত্র থাকার দরকার, তা না হলে মিশনরি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি করে প্রমাণ কর্‌বো? আমি মনে করেছিলাম, গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। মনে করেছিলাম, মাদ্রাজে ও কল্‌কেতায় কতকগুলি ভদ্রলোক জড় করে

এক একটা সভা করে আমাকে এবং আমেরিকাবাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে সেই প্রস্তাবটা দস্তুরমত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অর্থাৎ সেই সেই সভার সেক্রেটারিকে দিয়ে আমেরিকায় একখানা ডাঃ ব্যারোজের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে তথাকার বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করা, —ঐরূপ বোষ্টন, নিউইয়র্ক ও চিকাগোর বিভিন্ন কাগজে পাঠান বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। এখন দেখ্‌ছি, ভারতের পক্ষে এই কাজটা বড়ই গুরুতর ও কঠিন—এক বছরের ভিতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টুঁশব্দ পর্য্যন্ত কর্‌লে না—আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে। তোমরা নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুসি বল না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দুমাসেরও উপর হল আলাসিঙ্গাকে আমি এই বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। আমার আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং তোমায় বল্‌ছি, আগে এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখো তার পর মাদ্রাজীদের এই চিঠি দেখিও। এদিকে আমার গুরুভাইরা আহাম্মকের মত বিশেষ প্রমাণ না দিয়েই কেশব সেন সম্বন্ধে নানা কথা বল্‌ছে আর মাদ্রাজীরা থিওজফিষ্টদের সম্বন্ধে আমি যা কিছু লিখ্‌ছি,

তাই তাদের বল্‌ছে—এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা করবার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—আমি এদেশে জুয়াচোর বলে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শনপত্র না নিয়ে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া—আশা করেছিলাম, অনেক আস্‌বে। এখন দেখ্‌ছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ কর্‌তে হবে। মোটের উপর, আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভাল, আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনদের দেশ অপেক্ষা এখানে অনেক ভাল কাজ কর্‌তে পারি। যাই হোক্, আমাকে কর্ম্ম করে আমার প্রারব্ধ ক্ষয় কর্‌তে হবে। আমার আর্থিক অবস্থার কথা যদি বল্‌তে হয়, তবে বলি, আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই আছে এবং সচ্ছলই থাক্‌বে। সমগ্র আমেরিকায় বিগত আদম-সুমারিতে থিওজফিষ্টদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৬২৫—তাদের সঙ্গে মিশলে আমার সাহায্য হওয়া দূরে থাক্, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কাজ চুরমার হয়ে যাবে। আলাসিঙ্গা বল্‌ছে, লণ্ডনে গিয়ে মিঃ ওল্ডের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকি বাজে আহাম্মকের মত বক্‌ছে! বালক—ওরা কি বল্‌ছে, তা নিজেরাই বোঝে না। আর এই মান্দ্রাজী খোকার দল নিজেদের ভিতর

একটা বিষয়ও গোপন রাখ্‌তে পারে না ! ! সারা দিন বাজে বকা আর যেই কাজের সময় এল, অমনি আর কাকেও কোথাও দেখ্‌বার যো নেই !!! বোকারামেরা পঞ্চাশটা লোক জড় করে কয়েকটা সভা করে আমার সাহায্যের জন্য গোটাকতক ফাঁকা কথা পাঠাতে পার্‌লে না—তারা আবার সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দেবে বলে লম্বা লম্বা কথা কয় !

আমি তোমাকে ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে লিখেছি। এখানে এক রকম বৈদ্যুতিক পাখা আছে—দাম বিশ ডলার—বড় সুন্দর চলে—উহার ব্যাটারিতে ১০০ ঘণ্টা কাজ হয়, তার পর যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে নিলেই হল।

বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্—যা আসুক অবনত মস্তকে স্বীকার কর্‌ছি এবং আমার কর্ম্মকে প্রণাম কর্‌ছি—যাই হোক্ আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মান্দ্রাজীরা আমার জন্য যতটা করেছে, আমি ততটা পাবারও উপযুক্ত ছিলাম না, আর তাদের ক্ষমতায় যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী তারা করেছে। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল—ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেছলাম যে, আমরা—হিন্দুরা এখনও মানুষ হই নি—ক্ষণকালের জন্য আত্মনির্ভর হারিয়ে হিন্দুদের

উপর নির্ভর করেছিলাম—তাইতেই এই কষ্ট পেলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ভারত থেকে কিছু আসবে আশা করছিলাম—কিন্তু কিছুই এলো না। বিশেষতঃ বিগত দুইমাস প্রতি মুহূর্ত্ত আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত এলো না!! আমার বন্ধুরা মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে লাগলেন—কিছুই এলো না—একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত এলো না—কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল ও আমায় ত্যাগ করলে। কিন্তু ইহা আমার মানুষের উপর —পশুধর্ম্মীদের উপর নির্ভরের শাস্তিস্বরূপ—কারণ আমার স্বদেশবাসীরা এখনও মানুষ হয় নি। তারা নিজেদের প্রশংসাবাদ শুনতে খুব প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাদের একটা কথা মাত্র কয়ে সাহায্য করবার যখন সময় আসে তখন তাদের আর টিকি দেখতে পাবার যো নেই। মান্দ্রাজী যুবকগণকে আমার অনন্ত কালের জন্য ধন্যবাদ —প্রভু তাদের সদাসর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করুন। কোন ভাব প্রচার করবার পক্ষে আমেরিকাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র—তাই আমি শীঘ্র আমেরিকা ত্যাগ করবার কল্পনা করছি না—কেন?—এখানে খেতে পরতে পাচ্ছি—অনেকে সহৃদয় ব্যবহার করছেন—আর দু দশটা ভাল কথা কয়েই এই সব পাচ্ছি! এমন

উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশুপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন, অনন্ত যুগের কুসংস্কারে বদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগাদের দেশে কি করতে যাব? অতএব আবার বলি—বিদায়। এই পত্রখানি একটু বিবেচনা করে লোককে দেখাতে পার। মাদ্রাজীরা, এমন কি আলাসিঙ্গা পর্য্যন্ত যার উপর আমি এতটা আশা করেছিলাম—বড় সুবিবেচনার কাজ করেছে বলে মনে হয় না। ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত খান কতক চিকাগোয় পাঠাতে পার?—কল্‌কেতায় অনেক আছে। আমার ৫৪১নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ (ষ্ট্রীট নহে) চিকাগো অথবা c/o টমাস কুক, চিকাগো, ঠিকানা যেন ভুলোনা—অন্য কোন ঠিকানা দিলে অনেক দেরী ও গোলমাল হবে—কারণ আমি এখন ক্রমাগত ঘুরছি আর চিকাগোই আমার প্রধান আড্ডা—কিন্তু এই বুদ্ধিটুকুও আমাদের মাদ্রাজী বন্ধুদের মাথায় ঢোকে নি। অনুগ্রহপূর্ব্বক জি, জি, আলাসিঙ্গা, সেক্রেটারি ও আর আর সকলকে আমার অনন্ত কালের জন্য আশীর্ব্বাদ জানাবে—আমি সর্ব্বদা তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তাদের উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নি—আমি নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি জীবনে এই একবার অপরের সাহায্যে নির্ভর করারূপ ভয়ানক ভুল করেছি।

আর তার শাস্তি ভোগও করেছি। এ আমারই দোষ, তাদের কিছু দোষ নেই। প্রভু মান্দ্রাজীদের আশীর্ব্বাদ করুন—তাদের হৃদয়টা বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক উন্নত। বাঙ্গালীদের কেবল বাক্য সার—তাদের হৃদয় নেই, তারা অসার। বিদায়, বিদায়, আমি এখন সমুদ্র বক্ষে আমার তরণী ভাসিয়েছি—যা হবার হোক্। আমার কঠোর সমালোচনার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো। বাস্তবিক ত আমার কোন দাবী দাওয়া নেই। আমার যতটা পাবার অধিকার তোমরা তার চেয়ে অনন্তগুণ আমার জন্য কোরেছো। আমার যেরূপ কর্ম্ম, আমি তেমনি ফল পাব আর যা ঘটুক আমাকে চুপটি করে মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আমার বোধ হয় আলাসিঙ্গার কলেজ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি তার কোন খবর পাই নি আর সে আমাকে তার বাড়ীর ঠিকানাও দেয় নি।

ইতি—বি

আমার আশঙ্কা হচ্ছে—বুঝি পুনর্মূ্যিক হয়েছে।

বি

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

(২১)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।
১১ই জুলাই, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ৫৪১নং, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো ছাড়া আর কোন ঠিকানায় আমায় পত্র লিখো না। তোমার শেষ চিঠিখানা সারা দেশ ঘুরে আমার কাছে পৌঁচেছে— আর পত্রটা যে শেষে পৌঁচিল, মারা গেল না, তার কারণ এখানে আমার কথা সকলে বেশ ভালরকম জানে। সভার খান কতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে— তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করবে—মিশনরিরা আমার নামে এত যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে আমি কারও প্রতিনিধি নই—ঐতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে। বৎস, কাজ করতে কি করে হয় শেখো। এই ভাবে দস্তুরমত প্রণালীতে কাজ করতে পারলে আমরা খুব বড় বড় কাজ করতে নিশ্চিত সমর্থ হব। গত বর্ষে আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর আমি ফসল কাটতে চাই। ইতিমধ্যে ভারতে যতটা

সম্ভব আন্দোলন চালাও। কিডি নিজের ভাবে চলুক—সে ঠিক পথে দাঁড়াবে। আমি তার ভার নিয়েছি—তার নিজের মতে সে চলুক—তাতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে। পত্রিকা-খানা বার কর—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাবো। বোষ্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এচ, রাইটকে একখানা প্রস্তাব পাঠাবে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানা পত্র লিখে এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবে যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় আমার বন্ধুরূপে দাঁড়িয়েছিলেন আর তাঁকেও ঐটি কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করবে—তা হলে মিশনরিদের (আমি যে কারু প্রতিনিধি হয়ে আসিনি) একথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ডিট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০ টাকা পেয়েছিলাম। অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি। এখানে খরচও হয়ে গেছে অনেক টাকা—হাতে আছে মাত্র ৩০০০ ডলার। আসছে বছরে আবার আমায় অনেক জিনিষ ছাপাতে হবে। আমি এইবার নিয়মিতভাবে কাজ কোরবো মনে করছি।

কলিকেতাতে লেখ, তারা আমার ও আমার কাজ সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়—তোমরাও মান্দ্রাজ থেকে পাঠাতে থাক। খুব আন্দোলন চালাও। কেবল ইচ্ছা শক্তিতেই সব হবে। কাগজ ছাপান ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা কোর্‌বো। তোমাদিগকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌তে হবে—উহার নিয়মিত অধিবেশন হওয়া চাই আর আমাকে যত পার সব খবরাখবর লিখ্‌বে। আমিও যাতে নিয়মিতভাবে কাজ কর্‌তে পারি তার চেষ্টা কর্‌ছি এই বছরে অর্থাৎ আগামী শীত ঋতুতে আমি অনেক টাকা পাব—সুতরাং আমাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে। ইতিমধ্যে তোমরা এগিয়ে চল। তোমরা পল কেরসকে একখানা পত্র লিখো আর যদিও তিনি আমার বন্ধুই আছেন, তথাপি তোমরা তাঁকে আমাদের জন্য কাজ কর্‌বার অনুরোধ কর। মোট কথা যতদূর পার আন্দোলন চালাও—কেবল সত্যের অপলাপ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বৎসগণ, কাজে লাগো—তোমাদের ভিতর আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। মিসেস জি, ডবলিউ হেল আমার পরম বন্ধু—আমি তাঁকে মা বলি এবং তাঁর কন্যাদের ভগিনী বলি। তাঁকেও একখানা প্রস্তাব পাঠিয়ে দিও—

আর একখানা পত্র লিখে তোমাদের তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিও। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কর্‌বার ভাবটা যাতে আসে, তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। এইটি কর্‌বার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্ব্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে—সর্ব্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। ইহাই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কর্‌বার গুপ্ত রহস্য। সাহসের সহিত যুদ্ধ কর। জীবন ত ক্ষণস্থায়ী—একটা মহা কার্য্যের জন্য জীবনটা সমর্পণ কর।

তুমি নরসিমা সম্বন্ধে কিছু লেখ নাই কেন? সে একরকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে। আমি তাকে কিছু দিয়েছিলাম, তার পর সে কোথায় চলে গেল কিছু জানি না—সে আমায় কিছু লেখে না। অ—ভাল ছেলে, আমি তাকে খুব ভালবাসি। থিওজফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ কর্‌বার আবশ্যক নেই। তাদের কাছে গিয়ে আমি যা কিছু লিখি সব বোলো না। আহাম্মক! থিওজফিষ্টরা আগে এসে আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে—জান ত? জর্জ * হচ্ছেন হিন্দু আর কর্ণেল অলকট বৌদ্ধ। জর্জ এখানকার একজন খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন

* ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

হিন্দু থিওজফিষ্টগণকে বল, যেন জর্জকে সমর্থন করে। এমন কি যদি তোমরা তাঁকে সমধর্ম্মাবলম্বী বোলে সম্বোধন করে তিনি আমেরিকার হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখ্‌তে পার, তাতে তাঁর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠ্‌বে। আমরা কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেব না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কোর্‌বো ও সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ কোর্‌বো।

এটা স্মরণ রেখো যে, আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ৫৪১নং ডিয়রবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো হচ্ছে আমার কেন্দ্র—সর্ব্বদাই ঐ ঠিকানাতেই পত্র দেবে আর ভারতে যা কিছু হচ্ছে সব খুঁটিনাটি আমাকে জানাবে আর কাগজে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু বার হচ্ছে, তার এক একটা টুকরো পর্য্যন্ত পাঠাতে ভুলো না। আমি জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি—প্রভু এই বার হৃদয় ও মহদাদর্শের বালকদের আশীর্ব্বাদ করুন। বালাজি, সেক্রেটারি এবং আমাদের সকল বন্ধুকে আমার ভালভাসা জানাবে। কাজ কর, কাজ কর—সকলকে তোমার ভালবাসা দ্বারা জয় কর। আমি মহীশূরের রাজাকে একখানা পত্র লিখেছি ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি। তোমাদের কাছে যে ফটো

পাঠিয়েছি, তা নিশ্চিত এতদিন পেয়ছ। একখানা রামনাদের রাজাকে উপহার দিও—তাঁর ভিতর যতটা ভাব ঢোকাতে পার চেষ্টা কর। খেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার রাখ্‌বে, আর বিস্তারের চেষ্টা কর। মনে রেখো, জীবনে একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে গতি ও উন্নতি। আমি তোমার পত্র আস্‌বার বিলম্ব দেখে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম—এখন দেখ্‌ছি, তোমার আহাম্মকিতেই এত দেরী হয়েছে। বুঝ্‌তে পারছ ত, আমি ক্রমাগত ঘুর্‌ছি আর চিঠি-বেচারাকে আমাকে ক্রমাগত নানা স্থানে খুঁজে তবে বার কর্‌তে হয়। আরও তোমাদের এটি বিশেষ করে মনে রাখ্‌তে হবে যে, সব কার্য্য দস্তুর মত প্রণালীক্রমে কর্‌তে হবে। যে প্রস্তাবগুলি সভায় পাশ হয়েছে, সেগুলি ধর্ম্ম-মহাসভার সভাপতি চিকাগো ডাঃ জে, এচ, ব্যারোজকে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ কর্‌বে যে, ঐ প্রস্তাব ও পত্র যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান।

ডাঃ ব্যারোজকে ও ডাঃ পল কেরসকে ঐগুলি ছাপাবার জন্য অনুরোধ পত্রও যেন ঐরূপ সভার প্রতিনিধি স্থানীয় কারও কাছ থেকে যায়। জাগতিক মহামেলায় (ডিট্রয়েট, মেচিগান) সভাপতি সেনেটার পামারকে পাঠাবে—তিনি আমার প্রতি বড়ই সহৃদয় ব্যবহার করে-

ছিলেন। মিসেস জে, ব্যাগ্‌লিককে একখানা ডিট্রয়েট, ওয়াশিংটন এভিনিউ ঠিকানায় পাঠাবে আর তাঁকে অনুরোধ করবে যে, সেটা যেন কাগজে প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি। খবরের কাগজ প্রভৃতিতে দেওয়া গৌণ—দস্তুরমত ভাবে পাঠানই হচ্ছে আসল অর্থাৎ ব্যারোজ প্রভৃতি প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাত দিয়ে আসা চাই, তবেই সেটি একটি নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হয়। খবরের কাগজে অমনি অমনি কিছু বেরুলে সেটি নিদর্শন স্বরূপে গণ্য হয় না। সব চেয়ে দস্তুরমত উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজকে পাঠান ও তাঁকে কাগজে প্রকাশ কর্‌তে অনুরোধ করা। আমি এই সব কথা লিখছি, তার কারণ এই যে, আমার মনে হয়, তোমরা অন্য জাতের আদব, কায়দা দস্তুর জান না। যদি কল্‌কেতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এই রকম সব আসে, তা হলে আমেরিকানেরা যাকে বলে Boom, তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজ্জুক মেচে যাবে) আর যুদ্ধের অর্দ্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি বটে, আর তখনই তারা তাদের গাঁট থেকে পয়সা বার কর্‌বে। স্থিরভাবে লেগে থাক—এ পর্য্যন্ত আমরা অদ্ভুত কার্য্য করেছি। হে বীরগণ, এগিয়ে যাও, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোর্‌বো। মান্দ্রাজ

থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল? সংঘবদ্ধ হয়ে সভাসমিতি স্থাপন কর্‌তে থাক—কাজে লেগে যাও—ইহাই একমাত্র উপায়। কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাক, তাহাতেই তার মেজাজ ঠিক থাক্‌বে। এ সময়টা বেশী বক্তৃতা কর্‌বার সুবিধা নেই, সুতরাং এখন আমাকে কলম ধরে বসে লিখ্‌তে হবে। অবশ্য সর্ব্বক্ষণই আমাকে কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে, তার পর শীতঋতু এলে লোকে যখন তাদের বাড়ী ফির্‌বে, তখন আবার বক্তৃতাদিতে সুরু করে এইবার সভাসমিতি স্থাপন কর্‌তে থাক্‌ব। সকলকে আমার অশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা। খুব খাটো। সম্পূর্ণ পবিত্র হও—উৎসাহাগ্নি আপনিই জ্বলে উঠ্‌বে।

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। আমি কাকেও কখন ভুলি না। তবে নেহাত অলস বলে সকলকে আলাদা আলাদা লিখ্‌তে পারি না। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইতি

বি—

পুঃ—তোমার ট্রিপ্লিকেনের ঠিকানা অথবা যদি কোন সভাসমিতি স্থাপন করে থাক, তার ঠিকানা আমায় পাঠবে।

ইতি

বি—।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২২)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,

৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র আমি বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্টে মান্দ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি অবলম্বন করে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখ্‌লাম। আমার নিকট ঐ প্রস্তাবগুলির কিছু পৌঁছায়নি। যদি তোমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠিয়ে থাক, তবে উহা শীঘ্রই পৌঁছিবে। প্রিয় বৎস, এ পর্য্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে কোরো না। মনে করে দেখ, দেশ থেকে ১৫০০০ মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চল্‌তে হয়েছে—এতে কখন কখন একটু ঘাব্‌ড়ে যেতে হয়। হে বীরহৃদয় বৎস, এইগুলি মনে রেখো এবং কাজ করে যাও। বোধহয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

কাছ থেকে শুনেছ, জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। এমন করে ঠিকানাটা লিখেছিল যে, উহা আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারি নি। তাইতে তার কাছে সাক্ষাৎভাবে জবাব দিতে পারি নি। তবে সে যা যা চেয়েছিল, আমি সব করেছি—আমার ফটোগ্রাফ-গুলি পাঠিয়েছি ও মহীশূরের রাজাকে পত্র লিখেছি। আমি খেতড়ির রাজাকে একটা ফনোগ্রাফ পাঠিয়েছি, কিন্তু তার কাছ থেকে উহার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র এখনও পাই নি। উহার খবরটা নিয়ো ত। আমি কুক এণ্ড সন্স, র‍্যাম্‌পার্ট রো, বোম্বাই ঠিকানায় উহা পাঠিয়েছি। ঐ সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করে রাজাকে একখানা পত্র লিখো। ৮ই জুন তারিখে লেখা রাজার একখানা পত্র পেয়েছি। যদি ঐ তারিখের পর কিছু লিখে থাকেন, তবে তা আমি এখনও পাই নি।

আমার সম্বন্ধে ভারতের খবরের কাগজে যা কিছু বেরোবে সেই কাগজ খানাই আমায় পাঠাবে। আমি কাগজটাতেই তা পড়্‌তে চাই—বুঝ্‌লে? চারুচন্দ্র বাবু যিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখবে। তাঁকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তোমাকে আমি গোপনে বল্‌ছি, দুঃখের বিষয় যে তাঁর কথা আমার কিছু স্মরণ হচ্ছে না। তুমি

তার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমায় জানাবে কি? থিওসফিষ্টরা এখন আমায় পছন্দ করছে বটে, কিন্তু এখানে তাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫০ জন মাত্র। তার পর খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিকগণ আছেন তাঁদের সকলেই আমায় পছন্দ করেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হবে। আমি উভয় দলের সঙ্গেই কাজ করি বটে, কিন্তু কারও দলে যোগ দিই না আর ভগবৎকৃপায় উভয় দলকেই ঠিক পথে গড়ে তুলব কারণ, তারা কতকগুলো আধা-সত্য কপ্‌চাচ্ছে বইত নয়।

এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আশাকরি নরসিমা টাকাকড়ি ইত্যাদি সব পাবে।

আমি 'ক্যাটের' কাছ থেকে এক পত্র পেলাম, কিন্তু তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একখানা বই লিখ্‌তে হয়, সুতরাং তোমার এই পত্রের মধ্যেই তাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি আর তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বল্‌ছি যে, আমাদের উভয়ের মতামত বিভিন্ন হলেও তাতে কিছু এসে যাবে না—সে একটা বিষয় একভাবে দেখ্‌ছে, আমি না হয় আর একভাবে দেখ্‌ছি, এই এক জিনিষকে বিভিন্ন-ভাবে দেখা স্বীকার করে নিলেই ত আমাদের উভয়ের ভাবের এক রকম সমন্বয় হোলো। সুতরাং সে বিশ্বাস যাই করুক তাতে কিছু এসে যায় না—সে কাজ করুক।

পত্রাবলী।

বালাজি, জি জি, কিডি, ডাক্তার ও আমাদের সব বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে আর যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মারা তাঁদের দেশের জন্য তাঁদের মতবিভিন্নতা গ্রাহ্য না করে সাহস ও মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে'ও আমার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা জানাবে।

একটি ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্র-স্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কম করে ধরে কত খরচা পড়ে হিসেব করে আমায় জানাবে আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানাও জানাবে। আমি তা হলে তার জন্যে নিজে টাকা পাঠাব—শুধু তা নয়, আমেরিকার আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা কোরবো। কল্‌কেতায়ও ঐরকম করতে বল। আমাকে ব—র ঠিকানা পাঠাবে। সে বেশ ভাল ও মহৎ লোক। সে আমাদের সঙ্গে মিশে বেশ সুন্দর কাজ কোরবে।

তোমাকে সমস্ত জিনিষটার ভার নিতে হবে—সর্দার হিসাবে নয়, সেবকভাবে—বুঝলে? এতটুকু কর্ত্তাত্বির ভাব দেখালে লোকের মনে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠবে—তাতে সব মাটি হয়ে যাবে। যে যা বলে, তাইতে সায়

দিয়ে যাও—কেবল চেষ্টা কর—আমার সব বন্ধুদের একসঙ্গে জড় করে রাখ্‌তে—বুঝলে? আর আস্তে আস্তে কাজ করে উহার উন্নতির চেষ্টা কর। জি, জি ও অন্যান্য যাদের এখনই রোজগার করবার প্রয়োজন নেই, তারা এখন যেমন কচ্ছে তেমনি করে যাক্ অর্থাৎ চারিদিকে ভাব ছড়াক্। জি, জি, মহীশূরে বেশ কাজ কচ্ছে। এই রকমই ত কর্‌তে হবে। মহীশূর কালে আমাদের একটা বড় আড্ডা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি এখন আমার ভাবগুলি পুস্তাকাকারে লিপিবদ্ধ কোর্‌বো ভাব্‌ছি—তার পর আগামী শীতে সারা দেশটা ঘুরে সমিতি স্থাপন কোর্‌বো। এ একটা মস্ত কার্য্য-ক্ষেত্র আর এখানে যত কাজ হতে থাক্‌বে, ততই ইংলণ্ড এই ভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। হে বীরহৃদয় বৎস, এতদিন পর্য্যন্ত বেশ কাজ করেছো। প্রভু তোমাদের ভিতর সব শক্তি দেবেন।

আমার হাতে এখন ৯০০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কার্য্যটা আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেক লোককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক যাণ্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত কোর্‌বো। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বার করে দাও ও আর আর আনুসঙ্গিক যা আবশ্যক

তার তোড় জোড় কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের ভিতর গোপন রেখো—সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মাদ্রাজে একটা মন্দির কর্‌বার জন্য মহীশূর ও অন্যান্য স্থান থেকে টাকা তোলবার চেষ্টা কর—তাতে একটা পুস্তকালয় থাক্‌বে—আফিষ ও ধর্ম্মপ্রচারকদের অর্থাৎ কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগী এসে পড়ে, তাদের জন্য কয়েকটা ঘর থাক্‌বে। এইরূপে আমরা ধীরে ধীরে কাজে অগ্রসর হব।

সদা স্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

পুঃ—তুমি ত জান টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্য্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের ভাগের টাকাকড়ির ব্যাপার-টার বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্য তোমাদিগকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌তেই হবে। এখানে আমার যে সব বন্ধু আছে—তারাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দো-বস্ত করে থাকে—বুঝ্‌লে? এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফছেড়ে বাঁচ্‌ব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সংঘবদ্ধ হতে পার এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে পত্রাদি ব্যবহার কর্‌তে পার, ততই তোমাদের ও

আমার উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটে শীগ্‌গীর্ করে ফেলে আমাকে লেখ। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে—'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই ('প্র=সঙ্গে+বুদ্ধ) 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে—ভারত জুড়্‌লে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে। যাই হোক্, আমাদের সকল বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করো—তাঁরা যা ভাল বিবেচনা করেন।

আমার মঠের গুরুভাইদেরও এইরূপে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কর্ম্ম কর্‌তে বলবে, তবে টাকাকড়ির কাজ সব তোমাকেই কর্‌তে হবে। তারা সন্ন্যাসী তারা টাকাকড়ি ঘাঁটা পছন্দ কোর্‌বে না। আলসিঙ্গা, জেনে রেখো তোমায় ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় কাজ কর্‌তে হবে। অথবা তুমি যদি ভাল বোঝ, কতকগুলি বড়লোককে ধরে তাদের রাজি করে সমিতির কর্ম্মচারিরূপে তাদের নাম প্রকাশ কোর্‌বে—আসল কাজ কিন্তু কর্‌তে হবে তোমাকে—তাদের নামে অনেক কাজ হবে। তোমার যদি সাংসারিক কাজ কর্ম্ম খুব বেশী থাকে এবং তার দরুণ যদি এসব কর্‌বার

তোমার সময় না থাকে, তবে জি, জি, সমিতির এই বৈষয়িক ভাগটার ভার নিক—আর আমি আশা করি, পেট চালাবার জন্যে যাতে কলেজের কাজের উপর তোমার নির্ভর না কর্‌তে হয়, তা কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বো। তা হলে তুমি নিজে উপোষ না করে আর পরিবারদের উপোষ না করিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে এই কাজে নিযুক্ত হতে পার্‌বে। কাজে লাগো, বৎস, কাজে লাগো। কাজের কঠিন ভাগটা অনেকটা সিধে হয়ে এসেছে। এখন প্রতি বৎসর কাজ গড়িয়ে গড়িয়ে হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি কেবল উত্তমরূপে দাগা বুলিয়ে যেতে পার, তা হলে আমি ভারতে ফিরলে কাজের খুব দ্রুত উন্নতি হতে থাক্‌বে। তোমরা যে এতদূর করেছ, এই ভেবে খুব আনন্দ কর। যখন মনে নিরাশ ভাব আস্‌বে, তখন ভেবে দেখো, গত বর্ষের ভিতর কতদূর কাজ হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশাপূর্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিষ আশা কর্‌ছে। নির্ব্বোধ মিশনরিগণ, ম—এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পার্‌বে না। তোমার কি মন মুখ এক হয়েছে? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে

নিঃস্বার্থভাবে থাক্‌তে পার? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? যদি এইগুলি তোমার থাকে তবে তোমার কোন কিছুকে, এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় কর্‌বার দরকার নাই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ, সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উহা উৎসুক নয়নে ঐ জ্ঞানালোক পাবার জন্য আমাদের দিকে আশা করে রয়েছে। কেবল ভারতের কাছে সেই জ্ঞানালোক আছে—সে জ্ঞানালোকের অলৌকিক কার্য্যকরিশক্তি, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি বা বুজরুগিতে নাই—আছে—সত্য ধর্ম্মের মর্ম্ম-ভাগের—উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের অশেষ মহিমার উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়াও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন উহা দেবার সময় এসেছে। হে বীর হৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ কর্‌বার জন্য জন্মেছো। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না —খাড়া হয়ে উঠ—উঠ কাজ কর।

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ—জনৈক পাশ্চাত্য মহিলাকে লিখিত)

(২৩)

হোটেল, বেলভু,
বেকন ষ্ট্রীট, বোষ্টন।
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

মা,

আমি তোমাকে মোটেই ভুলে যাইনি। তুমি কি মনে কর, আমি কখন এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারি? তুমি আমাকে তোমার ঠিকানা দাওনি, তবু আমি মিস্ ফিলিপ্‌স্ ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে যা সব খবর দেয়, তাই থেকে তোমার খবর পাচ্ছি। বোধ হয় মাদ্রাজ থেকে আমায় যে অভিনন্দন পাঠিয়েছে, তা তুমি দেখেছ। আমি তোমাকে পাঠাবার জন্য খানকতক ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে পাঠাচ্ছি।

হিন্দুসন্তান কখন মাকে টাকা ধার দেয় না, মার সন্তানের উপর সর্ব্ববিধ অধিকার আছে, সন্তানেরও মার উপর তাই। সেই তুচ্ছ ডলার কয়টি আমাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলাতে তোমার উপর আমার বড় রাগ হয়েছে। তোমার ধার আমি কোন কালে শুধ্‌তে পার্‌ব না।

আমি এখন বোষ্টনের কয়েক জায়গায় বক্তৃতা

দিচ্ছি। আমি এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ কর্‌তে পারি। বক্তৃতা যথেষ্ট হল, এখন আমি লিখ্‌তে চাই। আমার বোধ হয় তার জন্য আমাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে। মিসেস্ গার্ণ্সি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায় সাহায্য কর্‌তে ইচ্ছুক। আমি মনে কর্‌ছি, তাঁর ওখানে গিয়ে বসে বই লিখ্‌বো।

তোমার সদা স্নেহাস্পদ—

বিবেকানন্দ

পুঃ—

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় লিখ্‌বে, গার্ণসিরা সহরে ফিরেছে, না, এখনও ফিশ্‌স্কিলে আছে।

ইতি—

বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৪)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় কিডি,

তোমার এত শীঘ্র সংসার ত্যাগের সংকল্প শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। ফল পাক্‌লে আপনিই গাছ থেকে

পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি কোরো না। বিশেষ, নিজে কোন আহাম্মকি কাজ করে কারও অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার নেই। সবুর কর, ধৈর্য্য ধরে থাক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বালাজি, জি জি ও আমাদের অপর সকল বন্ধুকে আমার বিশেষ ভালাবাসা জানাবে। তুমিও অনন্ত-কালের জন্য আমার ভালবাসা জান্‌বে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৫)

হোটেল, বেলভু,

ইউরোপীয়ান প্লান,

বেকন ষ্ট্রীট, বোষ্টন।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি আপনার কৃপালিপি দুখানিই পেয়েছি। আমাকে শনিবারে মেলরোজ্ঞি ফিরে গিয়ে তথায় সোম-বার পর্য্যন্ত থাক্‌তে হবে। মঙ্গলবার আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাটা আপনার বাড়ী আমি ভুলে গেছি আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমায়

লেখেন। আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না—কারণ, আপনি যা দিতে চেয়েছেন ঠিক সেই জিনিষটাই আমি খুঁজছিলাম—লেখ্‌বার জন্য একটা নির্জ্জন জায়গা। অবশ্য আপনি দয়া করে যতটা জায়গা আমার জন্য দিতে চেয়েছেন, তার চেয়ে কম জায়গাতেই আমার চলে যাবে। আমি যেখানে হয় গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে আরামে থাক্‌তে পারবো।

আপনার সদা বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৬)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,
৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় কিডি,

তোমার পত্র পেলাম। তোমার মন যে নানা দিকে এদিক্ ওদিক্ করেছে, তা সব পড়লাম। সুখী হলাম যে, তুমি রামকৃষ্ণকে ত্যাগ কর নি। তাঁর জীবনের অদ্ভুত গল্পগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি সেগুলি থেকে—আর যে সব আহাম্মক

ওগুলি লিখ্‌ছে, তাদের থেকে তফাৎ থাক্‌বে। সেগুলি সত্য বটে কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝ্‌ছি, আহাম্মকেরা সবগুলো তালগোল পাকিয়ে খিচুড়ি করে ফেল্‌বে। তাঁর কত ভাল ভাল জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেবার ছিল—তবে সিদ্ধাইরূপ বাজে জিনিষগুলির উপর অত ঝোঁক দাও কেন? অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ কর্‌তে পার্‌লেই ত ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না—জড়ের দ্বারা ত আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ? তুমি ঐ সব নিয়ে মাথা ঘামিও না, তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাক আর এটি নিশ্চিন্ত থেকো যে, আমি তোমার সব দায়িত্ব গ্রহণ করিছি। এটা ওটা নিয়ে মনটাকে চঞ্চল কোরো না। রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পেয়ালা খেয়ে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে তা অপরকে খাইয়ে দাও। তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ—সিদ্ধি তোমার করতলগত হোক্‌। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিও না—অথবা তোমার গোঁড়ামি দিয়ে অপরকেও বিরক্ত কোরো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট—রামকৃষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার করা। এই কাজের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—করে যাও। যদি আরও নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন তোমার মনে আসে, জানবে—তোমার

উদ্ধারের আর বাকি নেই, তোমার সিদ্ধ হবার আর বাকি নেই। এখন গিয়ে প্রভুর নাম প্রচার করোগে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৭)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,

৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ফনোগ্রাফ ও পত্রখানি তোমার কাছে নিরাপদে পৌঁচেছে জেনে আনন্দিত হলাম। আমাকে খবরের কাগজ থেকে কেটে আর পাঠাবার দরকার নেই, কাগজের বন্যায় আমায় ভাসিয়ে দিয়েছে—এখন যথেষ্ট হয়েছে আর আবশ্যক নেই। এখন সংঘটার জন্য খাটো। আমি ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি, উহার Vice-president (সহকারী সভাপতি) শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখ্‌বেন—তুমিও যত শীঘ্র পার তাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ কর। আশা করি, আমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন করতে সমর্থ হব।

আমাদিগকে আমাদের সব শক্তি সংঘবদ্ধ কর্‌তে হবে—আধ্যাত্মিক বিষয়ে একটা সম্প্রদায় গড়্‌বার জন্য নয়, উহার বৈষয়িক দিকটাকে প্রণালীবদ্ধ কর্‌বার জন্য। জোরের সহিত প্রচার কার্য্য খুলে দিতে হবে। তোমাদের সব মাথাগুলো একত্র কর ও সংঘবদ্ধ হও।

রামকৃষ্ণ-কৃত অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগ্‌লামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারা-জীবন দেখ্‌ছি গরু তাড়ান ঘুচ্‌লনা। মস্তিষ্কহীন আহাম্মকগুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না। মদকে ডি, গুপ্তের ঔষধে পরিণত করা ছাড়া—রামকৃষ্ণের কি জগতে আর কোন কার্য্য ছিল না? প্রভু আমাকে এই ছটাকে-মাথা আহাম্মকদের হাত থেকে রক্ষা করুন! এই সব লোক নিয়ে কাজ কর্‌তে হবে! যদি এরা রামকৃষ্ণের একখানা যথার্থ জীবন চরিত লিখ্‌তে পারে—তিনি যে জন্য এসেছিলেন, যা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য রেখে যদি ইহা লিখা হয় তবে লিখুক—তা না হলে এই সব আবোল-তাবোল লিখে ভাল লোকদের লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়ে যেন না দেয়। এই সব লোক ভগবান্‌কে জান্‌তে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভিতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পায় না! খাজা আহাম্মকি! এ

রকম আহাম্মকি দেখ্‌লে আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ফুট্‌তে থাকে। কিডি তাঁর ভক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা এবং অন্যান্য উপদেশ সব তর্জ্জমা করুক না? এই ঢোলে লিখ্‌তে হবে, তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোক-বর্ত্তিক, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দু ধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব ও আশয়টা বুঝ্‌তে সমর্থ হবে—শাস্ত্রেতে যে সব জ্ঞান মতবাদ আকারে মাত্র রয়েছে তিনি তার মূর্ত্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—ঋষি ও অবতারেরা—যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি নিজের জীবনের দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই ব্যক্তিটি এক পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পঞ্চসহস্র বর্ষব্যাপী জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য একটি মূর্ত্ত শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আপনাকে গড়ে তুলে-ছিলেন। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থাভেদ করে—এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হোতে পারে। পরধর্ম্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাব না থাক্‌লে চল্‌বে না, আমাদিগকেও ঐ ঐ ধর্ম্ম বা মত অবলম্বন করে জীবনে সাধনা করে আপনার করে ফেল্‌তে হবে—সত্যই সকল ধর্ম্মের ভিত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব ভাব নিয়ে তাঁর একখানি সুন্দর ও

হৃদয়গ্রাহী জীবন-চরিত লেখা যেতে পারে। সময়ে সবই ঠিক হবে। নরনারী ঘটিত এবং দৈহিক ক্রিয়াদি ঘটিত অশ্লীল ও অসাধু ভাষা সব পরিহার কর। অন্যান্য জাতিরা ঐ ব্যাপারগুলার সামান্য উল্লেখ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত অশ্লীলতা জ্ঞান করে—তাঁর ইংরাজী জীবন-চরিত সমগ্র জগৎ পড়্‌বে—সুতরাং সাবধান, আমাদের কোন প্রকার অসভ্যতা যেন ওর ভিতর প্রবেশ না করে। আমি একখানা জীবন চরিত পড়্‌লাম—তাতে এইরূপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। হিন্দু আমাদের এই ভাবের কুরুচিটার কখনও বিকাশ হয় নি। কিন্তু এই সব ভাবের বা ভাষায় আভাস পর্য্যন্ত দেখ্‌লে অপর জাতিরা তাকে ঘোরতর অশ্লীলতা জ্ঞান করে। সুতরাং খুব সাবধান—খুব সাবধান হয়ে এরূপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে। ঐ সব লোকের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই অথচ হাম্‌বড়াইটা খুব আছে—তারা নিজেদের এত বড় মনে করে যে অপরের পরামর্শ শুনতে একদম নারাজ। এই অদ্ভুত ভদ্রমহোদয়গুলিকে নিয়ে যে কি কোর্‌বো তা বুঝি না—তাদের কাছ থেকে আমার বেশী কিছু আশা নেই। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। তারা যে বইখানা পাঠিয়েছিল, তার জন্য লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। লেখক হয় ত ভেবেছেন যে তিনি খোলাখুলি ভাবে সত্য লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন—পরমহংসদেবের ভাষা

পর্য্যন্ত বজায় রাখ্‌ছেন—কিন্তু আহাম্মক এটা ভাবে নি যে তিনি স্ত্রীলোকদের সাম্‌নে কখনও এরকম ভাষা ব্যবহার কর্‌তেন না—কিন্তু লেখক আশা করেন, তাঁর বই নর-নারী উভয়ে পড়্‌বে। প্রভু আহাম্মকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন! তারা আবার মনে করে, আমরা সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ দেখেছি! দূর ছাই, এরূপ মস্তিষ্ক-হীনদের ভিতর দিয়ে যা কিছু বেরোয়, ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজেরা ভিখারী—রাজার মত চালচলন কর্‌তে চায়—নিজেরা আহাম্মক, মনে করে আমরা মস্ত জ্ঞানী—ক্ষুদ্র দাস সব মনে কচ্ছে আমরা প্রভু—এই ত তাদের অবস্থা, কি যে কোর্‌বো, কিছু বুঝতে পারি না। প্রভু আমায় রক্ষা করুন! আমার সব আশা-ভরসা—র উপর—কাজ করে যাও—লোকদের মতানুসারে চোলো না—কেবল তাদের না চটিয়ে খুসী রেখে যাও—এই আশায় যে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ একজনও ভাল দাঁড়াতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তোমাদের কাজে অগ্রসর হয়ে যাও। ভাত রান্না হলে অনেকে পাত পেতে খেতে বসে। সাবধান—কাজ করে যাও। সদা আমার আশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১৮)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয়বরেষু—

শুভাশীর্ব্বাদ। তোমার পত্র এইমাত্র পেলাম। নরসিমা ভারতে পৌঁচেছে শুনে সুখী হলাম। ডাঃ ব্যারোজের ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে বিবরণ-পুস্তকখানি তোমায় পাঠাতে পারি নি বোলে আমি দুঃখিত। পাঠাতে চেষ্টা কোর্‌বো। কথাটা হচ্ছে এই যে ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে সব ব্যাপার এদেশে পুরোণো হয়ে গেছে। তিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কি না জানি না আর তুমি যে কাগজখানির কথা উল্লেখ করেছো, তার সম্বন্ধেও কখন কিছু জানি নি। এখন ডাঃ ব্যারোজ, ধর্ম্মমহাসভা, ঐ সংক্রান্ত এই পত্র ও অন্য যা কিছু, প্রাচীন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং তোমরাও ঐগুলিকে ইতিহাসের সামিল ভাব্‌তে পার।

এখন আমার সম্বন্ধে—প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিশনরি কাগজে আমাকে আক্রমণ করে লিখে থাকে—আমার তার কোনটা দেখ্‌বার ইচ্ছাও হয় না। যদি ভারতের ঐ রকম মিশনরিদের আক্রমণ

সম্বলিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হলে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব। আমাদের কাজের জন্য একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়েছে। এখন আর লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে বা বিরুদ্ধে ভালমন্দ কি বল্‌ছে, সে দিকে আর লক্ষ্য কোরো না। তুমি তোমার কাজ করে যাও আর মনে রেখো—

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'

—গীতা।

—হে বৎস, সৎকর্ম্মকারীর কখন দুর্গতি হয় না।

এখানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্চে আর তোমাকে আলাদা বল্‌ছি, তুমি যতটা ভাব্‌ছো তার চেয়ে এখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সব জিনিষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।

বাল্টিমোরের ঘটনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগে লোকে নিগ্রো শঙ্করজাতের সঙ্গে অন্য কৃষ্ণকায় জাতির প্রভেদ জানে না। যখন জান্‌তে পারে, তখন দেখ্‌বে তারা খুব আতিথেয়। টমাস আ কেম্পিসের কথা নিয়ে ব্যাপারটা আমার নিকটও নূতন সংবাদ বটে। আমি তোমায় পূর্ব্বেও লিখেছি, এখনও লিখ্‌ছি, আমি খবরের কাগজে

সুখ্যাতি বা নিন্দায় কোন কান দিই না, ঐরূপ কিছু আমার কাছে এলে আমি অগ্নিদাহ করি, তোমরাও তাই কর। খবরের কাগজের আহাম্মকি বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে যোগ কোরো না। মনমুখ এক করে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে। দোহাই, আমাকে খবরের কাগজ বা সাময়িক কোন পত্র বা কোন বই পাঠিও না। আমি সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ঐ সব জিনিষের বোঝা বইতে গেলে আমার কি কষ্ট তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছ।

মিশনরিদের গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না—এখানে কোন ভদ্রলোকই তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ভারতে তারা হাত পা চাপড়াক—ডাঃ ব্যারোজও যে এখানে একজন খুব বড় লোক তা নয়। তাদের কথার উপরে আমি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকি, আমার ইচ্ছা—তোমরাও তাই কর। সর্ব্বোপরি, আমাকে ভারতীয় খবরের কাগজের বন্যায় ভাসিয়ে দিও না—ওর ভিতর থেকে আমার যা দরকার ছিল তা হয়ে গেছে—আর না—এখন কাজে মন দাও—আয়ারকে তোমাদের সভার সভাপতি কর। আমি তাঁর মত অকপট ও মহদাশয় লোক আর দেখি নি। তাঁর ভিতর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির

খুব সুন্দর সামঞ্জস্য আছে—তাঁকে সভাপতি করে কাজে অগ্রসর হয়ে যাও। আমার উপর বড় নির্ভর কোরো না—নিজেদের উপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। এখনও আমি অকপট ভাবে বিশ্বাস করি, মাদ্রাজ থেকেই শক্তি-তরঙ্গ উঠ্‌বে। আমার সম্বন্ধে কথা-এই, কবে আমি ফিরে যাচ্ছি জানি না। আমি এখানে সেখানে দু জায়-গায়ই কাজ কর্‌ছি। আমি এই পর্য্যন্ত সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পার্‌ব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৯)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।
১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

একটা পুরাতন গল্প শুন—একটা লোক একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা বুড়োকে তার দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে, সেইখানে দাঁড়িয়ে তাকে

জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ভাই, অমুক গ্রামটা এখান থেকে কত-দূর? বুড়োটা কোন জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ করে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চল্‌বার উদ্যোগ করলে। তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন করে বল্লে, "আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন—সেটা এই মাইল খানেক হবে।" তখন পথিক তাকে বল্লে, "তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—তখন ত তুমি একটা কথাও কইলে না—এখন যে বোল্‌ছো—ব্যাপার-খানা কি?" তখন বুড়ো বল্লে, "ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, তখন চুপচাপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, ভাব দেখে আপনার যে যাবার ইচ্ছা আছে তাই বোধ হচ্ছিল না—এখন হাঁট্‌তে আরম্ভ করেছেন, তাই আপনাকে বল্লাম।"

হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো। কাজ আরম্ভ করে দাও, বাকি সব আপনা আপনি হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অর্থাৎ যিনি আর কারও উপর নির্ভর না করে

কেবল আমার উপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁর আর আর যা কিছু দরকার আমি সব যুগিয়ে দি।

ভগবানের এ কথাটা ত আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়!

প্রথম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প সল্প করে টাকা পাঠাব। কারণ, প্রথম কল্‌কেতাতেও আমাকে ঐ রকম কিছু কিছু বরং মাদ্রাজের চেয়ে কিছু কিছু বেশী বেশী পাঠাতে হবে। তথায় আন্দোলন আমার কথায় নির্ভর করে কেবল রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, তা নয়, রীতিমত নাচ্‌তে সুরু করেছে। তাদের আগে দেখ্‌তে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কল্‌কেতা অপেক্ষা মাদ্রাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী আছে। আমার ইচ্ছা—এই দুটা কেন্দ্রই এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক। এখন কিছু পূজাপাঠ, প্রচার এই ভাবেই কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। একটা সকলের মেল্‌বার জায়গা কর, তথায় প্রতি সপ্তাহে কোন রকম একটু পূজাঅর্চ্চা করে সভাষ্য উপনিষদ্ পাঠ হোক্—এইরূপে আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করে দাও। একবার চাকায় হাত লাগাও দেখি—চাকাটি ঠিক ঘুরে যাবে।

আমি মিররে অভিনন্দনটা ছাপা হয়েছে দেখ্‌লাম—ওরা যে এটা ভালভাবে নিয়েছে, তা ভালই। যার শেষ ভাল তার সব ভাল।

এখন কাজে লাগো দেখি। জি, জির প্রকৃতিটা ভাবপ্রবণ, তোমার মাথা ঠাণ্ডা—দুজনে এক সঙ্গে মিলে কাজ কর। ঝাঁপ দাও—এই ত সবে আরম্ভ। আমেরিকার টাকায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের আশা অসম্ভব—প্রত্যেক জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার কর্‌তে হবে। মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও আর আর কয়েক জনকে এই কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর। ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ আরম্ভ করে দাও। মাদ্রাজে একটা জায়গা নেবার চেষ্টা কর—একটা কেন্দ্র যদি কর্‌তে পারা যায়, সেইটে একটা মস্ত জিনিষ হল—তার পর সেখান থেকে ছড়াতে থাক। ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ কর—প্রথমটা কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কাজ আরম্ভ কর, ক্রমশঃ এমন লোক পাবে যারা এই কাজের জন্য সারা জীবন দেবে। কারও উপর হুকুম চালাবার চেষ্টা কোরো না—যে অপরের সেবা কর্‌তে পারে, সেই যথার্থ সর্‌দার হতে পারে। যত দিন না শরীর যাচ্ছে, অকপট ভাবে কাজে লেগে থাক। আমরা কাজ চাই—নামযশ টাকাকড়ি কিছু চাই না। কাজের আরম্ভটা যখন এমন সুন্দর হয়েছে, তখন তোমরা যদি কিছু না কর্‌তে পার তবে তোমাদের উপর আমার আর কিছুমাত্র বিশ্বাস থাক্‌বে না। আমাদের

আরম্ভটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ভরসায় বুক বাঁধো। জি, জি-কে ত তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছু কর্‌তে হয় না—সে কেন মান্দ্রাজে একটা জায়গার জন্য যাতে কিছু টাকার যোগাড় হয় তার জন্য লোককে একটু তাতায় না। মান্দ্রাজে একটা কেন্দ্র হয়ে গেলে তারপর চারিদিকে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করতে থাক—এখন সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হওয়া—একটু স্তবাদি হল—কিছু শাস্ত্রপাঠ হল—তা হলেই যথেষ্ট। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও—তা হলেই সিদ্ধি নিশ্চিত।

*

নিজেদের কাজে স্বাধীনতা না হারিয়ে কল্‌কেতার ভ্রাতৃবর্গের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবে—কারণ, তারা যে সন্ন্যাসী।

কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ—বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে কতদূর কর্‌লে মিলিয়ে তুলনা করে দেখা যাবে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।

এখন আমি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখ্‌ছি না—এখন কেবল নিজের ভাবগুলো টুকে যাচ্ছি মাত্র—জানি না কবে সেগুলো পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করে প্রকাশ কোর্‌বো।

বইএ আছে কি? জগৎ ত ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইরূপ আবর্জ্জনা-স্তূপে ভরা হয়ে গেছে। কাগজটা বার কর্‌বার চেষ্টা কর—তাতে কারও হাতের সমালোচনার দরকার নেই—তোমার যদি কিছু ভাব দেবার থাকে তা শিক্ষা দাও—তার উপর আর এগিও না। তোমার যা ভাব দেবার থাকে দিয়ে যাও—বাকি প্রভু জানেন। মিশনরিদের এখানে কে গ্রাহ্য করে? তারা বিস্তর চেঁচিয়ে এখন থেমেছে। আমি তাদের নিন্দাবাদের কখন উত্তর দিই নি—আর তার দরুণ সাধারণে এখন আমাকে ভালই বল্‌ছে। আমাকে আর খবরের কাগজ পাঠিও না—যথেষ্ট এসেছে। কাজটা যাতে চলে তার জন্য একটু চাউর হওয়ার দরকার হয়েছিল—খুব হয়ে গেছে। চেয়ে দেখ—অন্যান্য দলেরা কেমন এক রকম বিনা ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছে। আর তোমাদের এমন সুন্দর আরম্ভ হয়েও তোমরা যদি কিছু করতে না পার তবে আমি বড়ই নিরাশ হব। তোমরা যদি আমার সন্তান হও তবে তোমরা কিছুই ভয় কর্‌বে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ কর্‌তে পার্‌বে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। আমাদিগকে ভারতকে—সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। না কর্‌লে চল্‌বে না, কাপুরুষতা চল্‌বে না—বুঝ্‌লে? মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে

পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। গুরুভক্তি—মৃত্যু পর্য্যন্ত। গুরুর উপর বিশ্বাস—ইহাই রহস্য! এই গুরুভক্তি কি তোমার আছে? যদি ইহা তোমার থাকে—আর আমি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি ইহা তোমার আছে; আর আমার যে এই বিশ্বাস আছে, তা তুমি তোমার প্রতি আমার নির্ভর ও বিশ্বাস দেখেই অবশ্যই জান—তবে কাজে লেগে যাও—তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। তুমি যে দিকে পদার্পণ করবে, তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। মিলে মিশে কাজ কর—সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পরম সহিষ্ণু হও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে—আমি সর্ব্বদা তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ্‌ছি। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। এই ত সবে আরম্ভ। এখানে একটু হৈ চৈ হলে ভারতে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়—বুঝ্‌লে? সুতরাং তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে যাবার আমার দরকার নেই। আমাকে এখানে স্থায়ী একটা কিছু করে যেতে হবে—সেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন আমার প্রতি এখানকার লোকের বিশ্বাস বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাতিটা খুব বেড়ে যাক্। সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটা ভাষ্য অধ্যয়ন কর। প্রস্তুত

হয়ে থাক। আমার অনেক রকম কাজ কর্‌বার মতলব আছে। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যাতে কর্‌তে পার তার চেষ্টা কর। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তোমার সব শক্তি আস্‌বে। চিঠিতে এই কথা বল—ওখানে আমার সকল সন্তানকে এই কথা বল। তারা সকলেই বড় বড় কাজ কর্‌বে—দুনিয়াই তা দেখে তাক্‌ লেগে যাবে। বুকে ভরসা বেঁধে কাজে লেগে যাও। তোমরা কিছু করে আমায় দেখাও, আমাকে একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, আমার থাক্‌বার জন্য একখানা বাড়ী করে আমায় দেখাও। যদি মাদ্রাজে আমার জন্য একখানা বাড়ী কর্‌তে না পার ত তথায় গিয়ে কোথায় থাক্‌ব? লোকের ভিতর বিদ্যুদ্বেগে শক্তিসঞ্চার কর। টাকা ও প্রচারক যোগাড় কর। তোমাদের যা জীবনের ব্রত কোরেছো, তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। এ পর্য্যন্ত যা করেছো, খুব ভালই হয়েছে—আরও ভাল কর—তার চেয়ে ভাল কর—এইরূপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই পত্রের উত্তরে তুমি লিখবে যে তোমরা কিছু করেছ। কারও সঙ্গে বিবাদ কোরো না, কারও বিরুদ্ধে লেগো না। রামা শ্যামা খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুসি তাই হোক্‌ না। কেন বিবাদ

বিসম্বাদের ভিতর মিশবে? যার যা ভাবই হোক্ না কেন, সকলের সকল কথা ধীরভাবে সহ্য কর। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩০)

ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক স্টেশন।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌঁচেছি—তথায় ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ডিপোয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে—আমি তখনই ব্রুকলিনের দিকে রওনা হলাম ও সময়ে তথায় পৌঁছিলাম।

সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল—নীতিসাধন-সমিতির কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আস্‌চে রবিবার একটা বক্তৃতা হবে। ডাঃ জেন্‌স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খুব সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার করলেন—আর মিঃ হিগিন্‌সকে পূর্ব্বেরই মত দেখলাম—খুব

কাজের লোক। বল্‌তে পারি না কেন, অন্যান্য সহরের চেয়ে এই নিউইয়র্ক সহরই দেখ্‌ছি স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরাই বেশী ধর্ম্মালোচনায় আগ্রহবান্।

আমার ক্ষুরখানা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেটা ল্যাণ্ডস্‌বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সঙ্গে মিঃ হিলিন্‌স আমার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ছাপিয়েছেন তার এক কপি পাঠালাম— আশা করি, ভবিষ্যতে আরও পার্‌বো।

মিস্ ফার্ম্মারকে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

সদা বশম্বদ

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩১)

C/o জর্জ্জ ডব্‌লিউ হেল।

৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ভট্টাচার্য্যের মাতার দেহত্যাগ সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হলাম। তিনি

একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। প্রভু তাঁর কল্যাণ করুন।

আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে বলে আমি ভুল করেছি। এ আমার একটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য দুর্ব্বলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করেছিল, এতে তাই প্রকাশ হচ্ছে।

এ দেশে দু তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। আমি কতকটা চেষ্টা করেছি আর যদিও সাধারণে খুব আদরের সহিত আমার কথা নিচ্ছে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না—বরং ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং হে ভ্রাতঃ, আমি এই গ্রীষ্মকালেই ইউরোপ হয়ে ভারতে ফিরে যাব স্থির করেছি—এতে যা খরচ হবে তার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে—"তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

ভারতের খবরের কাগজ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তা পড়্‌লাম। তারা যে এরকম লিখ্‌বে এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক দাস-জাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষা। আবার এই ঈর্ষাদ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের

মর্ম্ম বুঝ্‌বে না। পাশ্চাত্য জাতির কার্য্যসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে এই সহযোগিতা। শক্তি আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস আর আদরপূর্ব্বক পরস্পরের কার্য্যে অনুমোদন। আর জাতটা যত দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হবে, ততই তার ভিতর এই পাপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। যতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকটা সত্য না থাক্‌লে কোন অপবাদই উঠ্‌তে পারে না, আর এখানে আসবার পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙ্গালী জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এরা সর্ব্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও পরনিন্দাপ্রবণ। কিন্তু হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপরটা স্পষ্টভাবে দেখ্‌লে কোন আশার কারণ থাকে না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সাম্‌নে খুলেই বল্‌ছি— তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভিতর—যাদের ভিতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ কর্‌তে সদা প্রস্তুত—এরূপ মড়ার ভিতর প্রাণসঞ্চার কর্‌তে পার? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ কর্‌তে পার, যিনি একটা

ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মাচ্ছে এবং ঔষধ খাবনা বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলেছে?

—সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদেবের কাছে উত্তম মধ্যম তাড়া খেয়েছিল, সেই অবধি সে আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। একজন মার্কিন বা ইউরোপীয়ান তার বিদেশস্থ স্বদেশবাসীর পক্ষ সর্ব্বদাই নিয়ে থাকে কিন্তু হিন্দু, বিশেষ বাঙ্গালা তাকে অপমানিত দেখ্‌লে খুসী হয়। যাই হোক, ওসব নিন্দা কুৎসার দিকে একদম খেয়াল করো না। ফের তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'—

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নেই। পাহাড়ের মত অটল হয়ে থাকো। সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণের সন্তানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তা হলে ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে এর কোন ফল দেখে না যেতে পারি, কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, সেইরূপ নিঃসন্দেহ শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন—উহার জাতীয় ধমনীর ভিতর নব বিদ্যুদগ্নি সঞ্চার। এরূপ কাজ

চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুধু কাজ করেই খুসি থাক, সর্ব্বোপরি, পবিত্র ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও—এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা রামকৃষ্ণের শিষ্যদের কারও ভিতর কোন জিনিষ লক্ষ্য করে থাক, সেটি এই —তারা একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। আমি যদি ভারতে এই রকম একশজন লোক রেখে যেতে পারি, তা হলে আমি আনন্দিত চিত্তে মর্‌তে পারব—আমি বুঝ্‌ব আমার কর্ত্তব্য করা হয়ে গেছে। অজ্ঞ লোকে যা তা বকুক না কেন, তিনিই জানেন—সেই প্রভুই জানেন কি হবে। আমরা লোকের সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, অথবা সাহায্য এসে পড়্‌লে ছেড়েও দিই না—আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাও—শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। দুঃখিত হয়ো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা কথা পর্য্যন্ত নষ্ট হবে না—হয়ত শত শত যুগ ধরে আবর্জ্জনাস্তূপে চাপা পড়ে লোকলোচনের অগোচরে থাক্‌তে পারে—কিন্তু শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক, উহা প্রকাশ হবেই হবে। সত্য অবিনশ্বর, ধর্ম্ম অবিনশ্বর, পবিত্রতা অবিনশ্বর।

আমাকে একটা খাঁটি লোক দাও দেখি, আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না। বৎস, বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাক—কোন লোক তোমাকে এসে সাহায্য করবে, তার ভরসা রেখ না—সকল মানুষের সাহায্যের চেয়ে প্রভু কি অনন্তগুণে শক্তিমান্ নন? পবিত্র হও—প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখ, সর্ব্বদাই তাঁর উপর নির্ভর কর—তা হলেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে—কেউ তোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী পত্রে আরও বিস্তারিত খবর দেবো।

আমি মনে কচ্চি, এই গ্রীষ্মকালটাতে ইউরোপে যাব, আর শীতের প্রারম্ভে আবার ভারতে ফিরবো। বোম্বাই নেমে প্রথমেই বোধ হয় রাজপুতনায় যাব, সেখান থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে জাহাজে করে আবার মাদ্রাজ যাব। এস আমরা প্রার্থনা করি, "হে জ্যোতি-র্ম্ময়, সদা আমাদের সত্যপথে পরিচালিত কর"—তা হলে নিশ্চিত আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে—আমাদিগকে পরিচালিত করবার জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে। আমি সর্ব্বদা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর। এস, আমাদের মধ্যে—প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরহিত্য শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচার-নিষ্পিষ্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ

পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। বড় লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্ম্মপ্রচার কর্‌তে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখ্‌ছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকদের হৃদয় এদের জন্য কাঁদ্‌ছে। কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদ্‌ছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আস্‌তে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়? তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—

আমরা কাজে কিছু করে উঠ্‌তে না পেরে লোকের অজ্ঞাতভাবে দেহত্যাগ করতে পারি—কেউ হয়ত আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোক্ষের জল পর্য্যন্ত ফেল্‌লে না—কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনও নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফল্‌বেই ফল্‌বে। আমার প্রাণের ভিতর এত ভাব আস্‌ছে—আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পার্‌ছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও। যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখ্‌ছেনা, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশকোটী লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর তুল্য থাক্‌বে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না—আমি তাদের হতভাগা বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন—আশীর্ব্বাদ করুন। সকলে আমার বিশেষ ভালবাসা জান্‌বে ইতি

পুঃ—যদি তোমরা কিছু ছাপিয়ে না থাক ত ছাপা বন্ধ কর—নাম হুজুকের আর দরকার নাই।

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩২)

চিকাগো।

১১ই জানুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় জি, জি,

তোমার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্র এই মাত্র পেলাম। ঐ সঙ্গেই আলাসিঙ্গার ও মহীশূরের মহারাজার পত্র পেলাম। নরসিংহা যে আমেরিকা এসেছিল, সে ভারতে ফিরে তথা হতে মিসেস্ হেগকে একখানা পত্র লিখেছে—তাতে হিন্দুদের বর্ব্বর আখ্যা দিয়েছে আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখে নি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। যাতে সে আরোগ্যলাভ করে, তার চেষ্টা কর। চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না।

ডাঃ—তোমার পত্রের জবাব কেন দিলে না জানি না আর কল্‌কেতার লোকদের যা উত্তর দিয়েছেন, তাও দেখি নি।

এখানকার ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—সব ধর্ম্মের

চেয়ে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্তু উহার উদ্যোক্তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তার বিপরীত হয়ে গেল। ডাঃ—ও ঐ ধাঁজের লোকেরা বেজায় গোঁড়া—তারা সর্ব্বান্তঃকরণে আমায় ঘৃণা করে, কিন্তু প্রভুই আমার সহায়। আমি তাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। প্রভু এদেশে আমায় যথেষ্ট বন্ধু দিচ্চেন আর তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ওরা আমার অনিষ্ট করবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেছে—এখন হয়রান হয়ে আমায় ছেড়ে দিয়েছে—প্রভু ওদের মঙ্গল করুন।

ডাঃ—ও ঐ ধাঁজের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত—জেনে রাখ, ওদের সঙ্গে আমার কোন প্রকার সংস্রব নেই। বাল্টিমোরের ঘটনা নিয়ে যে বাজে গুজব উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই, তথায় এখন আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু রয়েছেন—আর বরাবরই তথায় আরও অধিকসংখ্যক বন্ধু পাব। আর আমি এক মুহূর্ত্তও অলসভাবে কাটাচ্ছি না—আমি এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র বোষ্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি—এর মধ্যে বোষ্টনকে মস্তিষ্ক ও নিউইয়র্ককে টাকার থলি বলা যেতে পারে। এই উভয় স্থানেই আমার আশাতীত কার্য্যের সফলতা হয়েছে আর যদি তোমাদের সংবাদ প্রেরকগণ তোমাদের নিকট ওসম্বন্ধে কিছু না পাঠিয়ে

থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নেই। যাহা হউক, বৎসগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি আর আমি তোমাদের নিকট ওর কিছু পাঠাব আশা কোরো না। কাজ আরম্ভ কর্‌বার জন্য একটু হুজুগ দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমাকে দেখাও, তোমরা কি কর্‌তে পার। এখন আহাম্মকের মত বাজে বক্‌লে চল্‌বে না—এখন আসল কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে। আমি কি ভাবে কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে, তা তোমাদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি—আয়ারকেও পত্র লিখেছি। হিন্দুরা যে বড় বড় কথা বলে, তার সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে। তা যদি তারা না পারে, তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। ব্যস্, এই কথা। তোমাদের নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেরিকা টাকা দিতে যাচ্ছে না। কেনই বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি চাই—যথার্থ সত্য শিক্ষা দেওয়া হোক—তা এখানেই হোক আর অন্যত্রই হোক—আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।

এখন আর আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে কান করো না। সিংহ বিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমার

যতদিন না দেহত্যাগ হচ্ছে সদাসর্ব্বদা কাজ করে যাব আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকব। অসত্য হাল্‌কা জিনিষ—সত্যের তার চেয়ে অনন্তগুণে ভার আছে। সাধুতারও তাই। যদি ঐ সত্য ও সাধুতা তে যাদের থাকে, তবে তাদের ভারেই তারা জগতে জয়ী হবে।

থিওজফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। বোল্‌ছো, আমায় সাহায্য করবে—দূর! তোমরা যেমন খাজা আহাম্মক! তোমরা কি মনে কর, এখানে আমাকে লোকে তাদের সঙ্গে একদরের মনে করে? তাদের এখানে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, কিন্তু হাজার ভাল ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এইটি জেনে রাখ ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হও।

কথাটি খুব গোপন রেখো যে, খবরের কাগজে হুজুগ করে আমাকে যত না বাড়াতে পারে, এদেশে ধীরে ধীরে তার চেয়ে অনেকগুণে লোকের উপর প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌ছে, তারা কোন মতে এটা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারছে না, তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠ্‌বে না—প্রভু একথা বল্‌ছেন।

পত্রাবলী।

এটা হচ্ছে চরিত্রের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের প্রভাব। যতদিন এগুলি আমার থাক্‌বে, ততদিন কোন চিন্তার কারণ নেই, ততদিন তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোওগে—কেউ আমার মাথার একগাছা কেশও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ কর্‌তে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয় সেইটিই হচ্ছে প্রধান উপায়;—সেই ভাষার ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তির ভিতর যে ভাবের বিদ্যুৎপ্রবাহ খেল্‌ছে, তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা ত এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ—কাজ—কাজ।

*　　*　　*　　*

ওসব বাজে বকুনি ছেড়ে দাও—প্রভুর কথা কও, জুয়াচোর ও মাথাপাগলদের কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌বার সময় আমাদের নেই—জীবন যে আমাদের ফুরিয়ে এল বলে।

সদাসর্ব্বদা তোমাদের এটি মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্ধার সাধন কর্‌তে হবে। সুতরাং

অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করো না। আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারি—এই পর্য্যন্ত। যদি উহার উপর ভরসা করে তোমাদের থাক্‌তে হয়, তবে বরং কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দাও। আরও জেনে রাখ যে, আমার ভাব বিস্তার কর্‌বার এটি বিশেষ উপযুক্ত জায়গা আর আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক আর খ্রীষ্টিয়ানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না—যারা প্রভুকে ভালবাসে তাদেরই সেবা কর্‌তে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি জান্‌বে।

আমাকে বাজে খবরের কাগজ আর পাঠিও না—উহা দেখ্‌লেই আমার গা আঁৎকে ওঠে। আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ কর্‌তে দাও—প্রভু আমার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা রয়েছেন। যদি ইচ্ছা হয় ত সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অনুসরণ কর। তোমরা যেখানেই থাক, আমার আশীর্ব্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাক্। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশংসা বিনিময় কর্‌বার আমাদের সময় নেই। যখন এই জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন প্রাণভরে কে কতদূর কি কর্‌লাম তুলনা কোর্‌বো ও পরস্পরকে সুখ্যাতি কোর্‌বো। এখন কথা বন্ধ কর

—কেবল কাজ—কাজ—কাজ। ভারতে তোমরা স্থায়ী কিছু কোরেছো, তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমরা কোন কেন্দ্র স্থাপন করেছ—তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমরা কোন মন্দির বা হল প্রতিষ্ঠা করেছো—তাওত দেখ্‌ছি না। অপর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে—তাও দেখ্‌ছি না। কেবল চীৎকার—চীৎকার—চীৎকার। আমরা খুব বড়—আমরা খুব বড়! পাগল—আমরা পশু—তা ছাড়া আমরা আর কি?

এই জঘন্য নাম যশ ও অন্যান্য বাজে ব্যাপারগুলি—ও গুলিতে আমার কি হবে? ওগুলি আমি কি গ্রাহ্যের ভিতর আনি? শত শত ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে—কোথায় তারা? আমি তাদের চাই—তাদের দেখ্‌তে চাই। তোমরা ত এরূপ লোক আমার কাছে এনে দিতে পার নি—তোমরা আমায় কেবল নাম যশ দিয়েছো। নাম যশ চুলোয় যাক্ কাজে লাগো, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগো। আমার ভিতর যে কি আগুন জ্বল্‌ছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠে নি। তোমরা এখনও পর্য্যন্ত আমায় বুঝতে পারো নি। তোমরা এখনও আলস্য ও ভোগের পুরাতন রাস্তায় চলেছো। দূর কোরে দাও যত আলস্য—দূর কোরে দাও ইহলোকে ও পরলোকে ভোগের

বাসনা। আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এসো।

ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভিতরে যে আগুন জ্বল্‌ছে, তা তোমাদের ভিতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মর্‌তে পারো—ইহা সদাসর্ব্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

পুঃ—আলাসিঙ্গা, কিডি, ডাক্তার, বালাজি এবং আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং বল্‌বে, তারা যেন রাম শ্যাম যদু আমাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি বল্‌ছে, এই নিয়ে দিন রাত মাথা না ঘামায়—তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কাজে লাগায়। জগতে যত রাম শ্যাম আছে, সকলকে আশীর্ব্বাদ কর—তারা ত শিশু মাত্র—আর তোমরা কাজে লেগে যাও।

ইতি—

বি।

পুঃ—সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, যদি কোন রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ করতে না দেওয়া

হয়, সে গিয়ে যা তা কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয়। সেই জন্যই ত তোমরা ব্যাল্টিমোর সংক্রান্ত বাজে খবরগুলো পেয়েছ। লোকগুলো কি করে ঐসব লেখ্‌বার উপাদান পেলে, আমি ত নিজেই তা জানি না। আমেরিকার কাগজগুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুসি তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্টগুলোও বার আনা বাজে কথায় ভরা। রিপোর্টাররা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিষ পূরণ করে দেয়। আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপাবার সময় খুব সাবধান।

ইতি—বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৩)

আমেরিকা।

১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি গত কল্য জি, জিকে পত্র লিখেছি, কিন্তু আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার বোধ হচ্ছে—তাই তোমায় লিখ ছি :—

প্রথমতঃ, আমি পূর্ব্বে কয়েকখানি পত্রে তোমাদের

লিখেছি যে বইটই ও খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না কিন্তু দেখ্‌ছি, তথাপি তোমরা পাঠাচ্ছ—ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। কারণ, আমার ঐগুলি পড়বার এবং ঐগুলি সম্বন্ধে খেয়াল কর্‌বার সময় মোটেই নেই। অনুগ্রহপূর্ব্বক ওগুলি আর পাঠিও না। আমি মিশনরি, থিওসফিষ্ট বা ঐরূপ লোকদের মোটেই আমলে আনি না—তারা সবাই যা পারে তা করুক। তাদের কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌তে গেলেই তাদের দর বাড়ান হবে। মাদ্রাজ অভিনন্দের উত্তরটা মিসেস্—কে পাঠিয়ে তোমরা ঠিক কর নি। তিনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান—সুতরাং গোঁড়াদের সম্বন্ধে উহাতে আমি যে সমালোচনা করেছি, তা তাঁর ভাল লাগ্‌বে না। যাই হোক, যার শেষ ভাল, তা ভাল বলেই ধরে নিতে হবে।

যাই হোক এখন তোমরা একেবারেই জেনে রাখ যে আমি নাম যশ বা ঐরূপ ভূয়ো জিনিষ একদম গ্রাহ্য করি না। আমি জগতের কল্যাণের জন্য আমার ভাবগুলি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছো বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হয়েছে, তাতে শুধু আমারই নাম যশ হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্য জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের

আরও বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। ঐ সব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নেই জান্‌বে। তোমরা ভারতে ভাবগুলি বিস্তারের জন্য ও সংঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছো?—কই, কিছুই না।

সংঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন—উহাতেই হিন্দুঁ-দিগকে পরস্পরের সাহায্য কর্‌তে ও পরস্পরের ভাল ভাবগুলির আদর কর্‌তে শেখাবে। আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কল্‌কাতায় ৫০০০ লোক জড় হয়েছিল—অন্যান্য স্থানেও শত শত লোক এসেছিল—বেশ কথা—কিন্তু তাদের প্রত্যেককে এক একটা করে পয়সা সাহায্য কর্‌তে বল দেখি—অমনি তারা সরে পড়বে। আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রটা দাসসুলভ আত্মনির্ভরের অভাব ও পরের উপর নির্ভরের ভাবে পূর্ণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয় তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত, আবার কারও কারও সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পার্‌লে ভাল হয়। আমেরিকা তোমাদের কিছু টাকা কড়ি পাঠাতে পার্‌বে না—কেনই বা পার্‌বে? যদি তোমরা নিজেকে নিজে সাহায্য কর্‌তে না পার তবে ত তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও। তুমি যে পত্র লিখে আমার কাছে জান্‌তে চেয়েছো—আমেরিকার কাছ থেকে বছরে বছরে কয়েক হাজার টাকার নিশ্চিত ভরসা করা

যেতে পারে কিনা, তাই পড়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেছি। তোমরা এক পয়সাও পাবে না। সব টাকাকড়ি যোগাড় নিজেদেরই করে নিতে হবে—কেমন, পারবে কি ?

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছি। উহা ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকের দল। বিভিন্ন ধর্মের তুলনায় আলোচনা করে শিক্ষা দিবার জন্য এবং সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা ও বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য শিক্ষা দিবার জন্য মাদ্রাজে একটা কলেজ করতেই হবে। উহার মুখপত্র-স্বরূপ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কাগজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে। এর মধ্যে একটা কিছু কর—তা হলে জানবো, তোমরা কিছু করেছো—কেবল আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না।

তোমাদের জাতটা দেখাক্ যে তারা কিছু করতে প্রস্তুত। তোমরা ভারতে যদি এরূপ কিছু করতে না পার, তবে আমাকে একলা কাজ করতে দাও। আমার জগৎকে কিছু দিবার আছে—যারা উহা আদর পূর্ব্বক নেবে ও কাজে পরিণত করবে তাদের কাছে উহা দিতে দাও। কোন্ ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ উহা নেয় আমি

তা গ্রাহ্য করি না। "যারা আমার পিতার কার্য্য কর্‌বে, তারাই আমার আপনার জন।"

যাই হোক আবার বল্‌ছি এই জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করো—একেবারে ছেড়ে দিও না। এইটি মনে রেখো আমার নাম খুব বেজে যায়, এটি আমি চাই না। আমি চাই দেখ্‌তে যেন আমার ভাব গুলি কার্য্যে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল গুরুর উপদেশ গুলির সঙ্গে সেই ব্যক্তিটিকে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। * * তোমরা ভাবগুলি বিস্তারে চেষ্টা করো প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৪)

ব্রুকলিন

জানুয়ারী, ১৮৯৫।

('ধীরামাতা' বা মিসেস্ ওলিবুলকে তাঁহার পিতার দেহত্যাগের সময় লিখিত)

* * * *

আপনার পিতা যে তাঁর জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবেন,

আমি পূর্ব্বেই তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম, কিন্তু যখন এইরূপ গোলমেলে মায়ার তরঙ্গ কাউকে আঘাত করতে যাবার উপক্রম হয়, তখন তাকে সেই বিষয় লেখাটা আমার দস্তুর নয়। তবে এই সময়গুলি জীবনের এক একটা অধ্যায় পাল্‌টানের মত—আর আমি জানি, আপনি এতে সম্পূর্ণ অবিচলিত আছেন। সমুদ্রের উপরিভাগটা পর্য্যায়ক্রমে ওঠে নামে বটে কিন্তু যে আত্মা ধীরভাবে উহা পর্য্যবেক্ষণ করছেন, সেই জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পতন উহার ভিতরদিক্‌টা এবং নিম্নদেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবাল সমূহকে বেশী বেশী করে প্রকাশ করে দেয়। আসা যাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আত্মা কখন আসেনও না, যানও না। যখন সমুদয় দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে তখন সেই স্থানই বা কোথায় যেখানে আত্মা যাবেন? যখন সমুদয় কাল আত্মাতেই রয়েছে তখন উহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার এবং উহা ছাড়বার সময়ই বা কোথায়?

পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু ঐ পৃথিবীর ঘোরাতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে সূর্য্য ঘুরছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্য ঘুরছে না। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে, পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করছে, এই মহান্ গ্রন্থের পাতার পর পাতা-

উল্‌টে যাচ্ছে এদিকে সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী আত্মজ্ঞান সুধাপানে বিভোর আছেন। যত জীবাত্মা পূর্ব্বে ছিল বা বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে, সকলেই বর্ত্তমান কালে রয়েছে আর জড় জগতের একটি উপমা ব্যবহার কর্‌লে বলা যায় যে তারা সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে রয়েছে। যেহেতু আত্মাতে দেশের ভাব থাক্‌তে পারে না, সেই হেতু যাঁরা সকলে আমাদের ছিলেন, আমাদের রয়েছেন এবং আমাদের হবেন, তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই রয়েছেন, সর্ব্বদাই ছিলেন এবং সর্ব্বদাই থাক্‌বেন আমরা তাঁদের মধ্যে রয়েছি। তাঁরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

এই কোষগুলির কথা ধর। যদিও প্রত্যেকটি পৃথক্ কিন্তু তথাপি তারা সকলেই ক ও খ এই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে। সেখানে তারা এক হয়েছে। প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে কিন্তু সকলেই ঐ ক খ নামক অক্ষে সম্মিলিত। কোনটাই সেই অক্ষরকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, আর ঐ সকল কোষের পরিধি যতই ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, কিন্তু অক্ষেতে দাঁড়িয়ে আমরা এর মধ্যে যে কোন ঘরে ঢুকতে পারি। এই অক্ষটিই ঈশ্বর। এইখানেই আমরা তাঁর সঙ্গে এক—ইহাতেই সকলের

সঙ্গে সকলের যোগ আর সকলেই সেই ভগবানে সম্মিলিত।

একখানা মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে চাঁদটাই চলেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ, জড়—এই গুলিই সবল, গতিশীল—ইহাদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান (অথবা দৈবপ্রেরণা ?) দ্বারা সর্ব্বজাতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ আর এই সব নক্ষত্ররাজি ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্ম্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থস্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই। কতকগুলি জীবাত্মা তারকা—যাঁরা আমাদের চক্রবালের অতীত প্রদেশে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম্ম জিনিষটার আরম্ভ আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হল, যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম। সুতরাং ভিতরের কথা হচ্ছে এই যে আপনার পিতা যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন,

তা ত্যাগ করেছেন এবং অনন্তকালের জন্য যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত রয়েছেন। তিনি কি এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আর একটি ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে পরিধান কর্‌বেন? আমি ভগবৎসমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা কর্‌ছি, তা যেন তাঁকে না কর্‌তে হয়, যতক্ষণ না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত না কর্‌তে পারছেন। আমি প্রার্থনা করি, কেউ যেন তার নিজকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মের অদৃশ্য শক্তিতে পরিচালিত হয়ে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও না যায়। আমি প্রার্থনা করি যে সকলেই যেন মুক্ত হতে পারে অর্থাৎ জানতে পারে যে আমরা মুক্ত। আর যদিই তাদের আবার স্বপ্ন দেখতে হয়, তবে তাদের স্বপ্ন যেন শান্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়।

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৫)

আমেরিকা।

৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দরুণ তুমি হয়ত কত কি ভাব্‌ছো কিন্তু হে বৎস, আমার যে বিশেষ কিছু

লিখ্‌বার ছিল না—খবরের মধ্যে সেই পুরাতন কথা—কেবল কাজ, কাজ, কাজ।

তুমি ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ও ডাঃ ডেকে যে পত্র লিখেছো তার দুখানাই আমি দেখেছি—সুন্দর লেখা হয়েছে। আমি যে কোনরূপে এখনি ভারতে ফিরে যেতে পার্‌বো, তা ত বোধ হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবো না যে, ইয়াঙ্কিরা ধর্ম্মটাকে কাজে পরিণত কর্‌বার এতটুকু মাত্র চেষ্টা করে—এ বিষয়ে কেবল হিন্দুরই বচন ও আচরণের সামঞ্জস্য আছে। ইয়াঙ্কিরা টাকা রোজগারে খুব মজবুত। সুতরাং আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্ম্মভাব জেগেছে, সবটাই একেবারে উড়ে যাবে। সুতরাং চলে যাবার পূর্ব্বে কাজের ভিতরটা পাকা করে যেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না করে সম্পূর্ণ করা উচিত।

আমি—আয়ারকে একখানা পত্র লিখেছিলাম তাতে যা লিখেছিলাম, তোমরা সেই সব বিষয়ে কি কোচ্ছ?

তোমরা লোককে পীড়াপীড়ি করে রামকৃষ্ণের নাম প্রচার কর্‌তে যেয়ো না। আগে ভাবটা দাও ঐ ভাবটা গ্রহণ কর্‌লেই লোকে যার ভাব সেই লোকটাকে মানবে। যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে মানুষটাকে মানে, তারপর তার ভাবটা লয়। কিডি ছেড়ে দিয়েছে

—বেশ ত সে একবার সবদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখুক—সে যা খুসি তাই প্রচার করুক না—কেবল গোঁড়ামী করে যেন অপরের ভাবের উপর আক্রমণ না করে। তুমি ওখানে তোমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পার কর্‌বার চেষ্টা কর, আমিও এখানে একটু আধটু সামান্য কাজ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। কিসে ভাল হবে, তা প্রভুই জানেন। আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখেছিলাম, সেগুলি কি পাঠিয়ে দিতে পার? গোড়াতেই একেবারে বড় বড় মতলব নিয়ে পড়ো না—ধীরে ধীরে আরম্ভ কর—আগে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেইটাকে শক্ত করে ধরে ক্রমে উপরে উপরে উঠবার চেষ্টা কর।

* * *

হে সাহসী বালকগণ কাজ করে যাও—আমরা একদিন না একদিন আলো দেখতে পাবই পাব।

জি, জি, কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরহৃদয় মান্দ্রাজী যুবকবৃন্দকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুনঃ—যদি সুবিধা হয়, কতকগুলি কুশাসন পাঠাবে।

পুনঃ—যদি লোক পছন্দ না করে তবে সমিতির 'প্রবুদ্ধ-ভারত' নামটা বদ্‌লে আর যা খুসি করে দাওনা কেন।

সকলের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে থাক্‌তে হবে—ল্যাণ্ডস্‌বার্গের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান কর। এইরূপে কাজটা ধীরে ধীরে বাড়্‌তে থাকুক। রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। মহীশূরের মহারাজার দেহত্যাগ হল—তিনি আমাদের অন্যতম বিশেষ আশার স্থল ছিলেন। যাই হোক—প্রভুই মহান—তিনি অপরাপর ব্যক্তিকে আমাদের সাহায্যার্থ পাঠাবেন।

ইতি—

বি—

(ইংরাজীর অনুবাদ)

([illegible]৬)

আমেরিকা।

৪ঠা এপ্রিল, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই মাত্র তোমার পত্র পেলাম। কোন ব্যক্তি আমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তুমি তাতে ভয় পেয়ো না। যতদিন প্রভু আমাকে রক্ষা কর্‌বেন, ততদিন অভেদ্য প্রাচীরের মত আমি অটুট থাক্‌বো। তোমার আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা বড় অস্পষ্ট। মিসেস্ হেল ছাড়া গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ

নাই। তবে এখানে উদারভাব ও চিন্তাও যথেষ্ট আছে। মিঃ লণ্ড বা ঐ ধাঁজের লোকেরা গোঁড়া পর্ব্বসমূহে নিজের খরচায় এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুঁদে তারপর বাড়ী ফিরে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ ব্যক্তিই ধর্ম্মের 'ধ'রও ধার ধারে না। শতকরা ৯৯'৯ লোক ঐ ধরণের। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিপত্তি কেবল উহা এদের দেশের ধর্ম্ম বলে, তা ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুরা এখানে কোনরূপ চেষ্টা মেষ্টা কর্‌লে তার ফলে একটা গুরুতর কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়াবে, কারণ, গোঁড়ারাও দলত্যাগীর উপর একটা ঘৃণা পোষণ করে।

প্রিয় বৎস! সাহস হারিও না, আমি—আয়ারকে একখানি পত্র লিখেছিলাম, তোমাদের পত্রে উহার কোন উল্লেখ না দেখে মনে হয়, তোমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জান না, আর আমি তোমাদের নিকট যে কতকগুলি বই চেয়ে ছিলাম, তার সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখ নি। যদি তোমরা সব সম্প্রদায়ের ভাষ্যের সহিত বেদান্তসূত্র আমায় পাঠাতে পার ত ভাল হয়, সম্ভবতঃ সামান্না তোমায় এ বিষয়ে সাহায্য কর্‌তে পারে। আমার জন্য এক বিন্দুও ভয় পেয়ো না। তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন—ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে? ভারত ত

আমার ভাবরাশি বিস্তারের সাহায্য করতে পারবে না। এই দেশ আমার ভাব নেবে, এখনও খুব নিচ্ছে। আমি যখন আদেশ পাব, তখন ফিরে যাব। ইতিমধ্যে তোমরা খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে কাজ করে যাও। যদি কেউ তোমার বা আমার উপর আক্রমণ করে, তা হলে ওসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ করে যাও—সে লোকটার অস্তিত্বই ভুলে যাও। যদি কেউ ভাল মন্দ বলে, তবে পারত তাকে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ দাও আর কাজ করে যাও। আমার ভাব হচ্ছে, তোমরা এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কর, যেখানে ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ান যেতে পারে। উপস্থিত এই ভাবে কাজ করে যাও, তা হলেই বোধ হয়, এক্ষণে মাদ্রাজীদের কাছে খুব বেশী সহানুভূতি পাবে। এইটি জেনে রেখো যে, যখনই তুমি দুর্ব্বলতা বোধ কর তখন তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট কোরছো, তা নয়, তুমি কাজেরও ক্ষতি কোরছো। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্য্যই কৃতকার্য্য হবার একমাত্র উপায়।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—জি জি, ডাক্তার, কিডি, বালাজি এবং আর সবাইকে আনন্দ করতে বল—তারা যেন কারও বাজে

কথা শুনে মনকে চঞ্চল না করে। তোমরা সকলে নিজেদের আদর্শকে খুব দৃঢ় করে ধরে থাক, আর অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল কোরো না—সত্যের জয় হবেই হবে। সর্ব্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা তাদের উপর শাসন কর্‌তে অথবা ইয়াঙ্কিরা যেমন বলে, অপরকে "boss" কর্‌তে যেও না—সকলের দাস হও।

বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৭)

আমেরিকা।

৬ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের প্রথমভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছিলাম।—আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি।

আমি ভাল আছি—কাজ কর্ম্ম সেই পূর্ব্বেরই মত চলেছে। তুমি লণ্ড বলে একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ। তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তার কিছুই জানি না। হতে পারে তিনি খ্রীষ্টিয়ান চার্চ্চের একজন

বক্তা। কারণ, তিনি যদি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিতেন, তা হলে আমরা তাঁর কথা নিশ্চয় শুনতাম। হতে পারে, তিনি কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট বার করেছেন এবং ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর মিশনরিরা তার সাহায্যে নিজেদের পসার জমাবার চেষ্টা কচ্ছেন। আমি তোমার চিঠির সুর থেকে ত এই পর্যান্ত অনুমান করছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভিতর এমন কিছু সাড়া পড়ে যায় নি, যাতে আমাকে তার জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কারণ, তা হলে এখানে প্রত্যহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম বেজে গেছে এবং ডাঃ ব্যারোজ এবং অন্যান্য গোঁড়ারা সবাই মিলে এই আগুনটা নিভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ, গোঁড়াদের ভারতের বিরুদ্ধে এই বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। এখানকার গোঁড়া নরনারীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসিৎ গল্প রচনা করে প্রচার করছে, তার কিছু যদি শুন, তা হলে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এখন তোমরা কি বলতে চাও, এখানকার কুচরিত্র নরনারীরা আমার উপর যে সকল কুৎসিৎ, পাশব, কাপুরুষোচিত আক্রমণ করছে,

সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে সেইগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আত্ম-সমর্থন করে যেতে হবে? এখানে আমার কতকগুলি অকপট বন্ধু আছেন, তারা মাঝে মাঝে উঠে এঁদের কথার জবাব দিয়ে এঁদের চুপ করিয়ে দেন। আর হিন্দুরা যদি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমায় তবে হিন্দু-ধর্ম্মের সমর্থন করতে আমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কি বল? তোমাদের বিশ কোটী হিন্দু—বিশেষ যাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে এত গর্ব্বিত—তাঁরা কি কচ্ছেন বল দেখি? কেন, লড়াই কর্‌বার ভারটা তোমরা নিয়ে আমাকে কেবল প্রচারকার্য্য ও উপদেশের জন্য ছেড়ে দাও না কেন? এখানে আমি দিনরাত একটা শত্রুর জাতের ভিতর থেকে প্রাণপণে কাজ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, প্রথমতঃ নিজের অন্নের জন্য; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ভারতীয় বন্ধুগণকে সাহায্য কর্‌বার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা। ভারত কি সাহায্য পাঠাচ্ছে বল? জগতে কি ওদেশের মত স্বদেশ-হিতৈষণাশূন্য আর কোন জাত দেখেছ? যদি তোমরা দ্বাদশজন সুশিক্ষিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠাতে এবং কয়েক বৎসরের জন্য তাদের এখানে থাকবার খরচ যোগাতে পার্‌তে, তা হলে তোমরা ভারতের পক্ষে নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয়

প্রকার উপকারই করতে পারবে। যে কোন ব্যক্তি নৈতিক হিসাবে ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, সে রাজনৈতিক বিষয়েও তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য জাতেরা তোমাদের উলঙ্গ বর্বর জাতির মত মনে করে সুতরাং এই ভাবে চাবুক মেরে তোমাদের ভিতর সভ্যতা ঢোকাবে। তোমরা কুকুর বিড়ালের মত কেবল বংশবৃদ্ধি করতে পার। * * যদি তোমরা বিশ কোটি লোক দুষ্ট মিশনরিদের ভয়ে ভীত হয়ে কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক এবং একটা কথা বলতেও সাহস না কর, তবে এই সুদূর দেশে একটা লোক আর কি করবে বল? আমি তোমাদের জন্য যতটা করেছি, তোমরা তারও উপযুক্ত নও। তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করে কেন পাঠাও না? কে তোমাদের ধরে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুরুষের জাত—পশুতুল্য—তোমরা যেমন, তদ্রূপ ব্যবহার পাচ্ছ—দুটো জিনিষে কেবল তোমাদের লক্ষ্য—কাম ও কাঞ্চন। তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াই করাতে চাও আর তোমরা নিজেরা সাহেব লোকের, এমন কি মিশনরিদের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে! আবার তোমরা বড় বড় কাজ করবে—হাঁ! কেন, তোমরা কয়েকজন মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম্ম

সমর্থন করে বোষ্টনের এরিনা পাবলিশিং কোম্পানির কাছে পাঠাও না! এরিনা একখানি সাময়িক পত্র—উহা খুব আনন্দের সহিত উহা ছাপাবে আর হয় ত উহার পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমাদের যথেষ্ট টাকা দেবে। তা হলেই ত চুকে গেল। যখনই তোমাদের মিশনরিদের আক্রমণে আহাম্মুকের মতন লেখবার ইচ্ছা হবে, তখনই তোমরা এই কথাটা ভেবো! এইটে মনে রেখো যে, এ পর্য্যন্ত যে সব হতভাগা হিন্দু এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে, তারা অর্থ বা সম্মানের জন্য নিজের দেশ ও ধর্ম্মের কেবল কু-সমালোচনা করেছে; আরও এইটে মনে রেখো, আমি এখানে নাম যশ খুঁজতে আসি নি—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার নাম যশ হয়ে পড়েছে। ভারতে গিয়ে আমি কি কোরবো? কে আমায় সাহায্য করতে আসবে! ভারতের কি দাসসুলভ স্বভাব বদ্‌লেছে। তোমরা ছেলে মানুষ—ছেলে মানুষের মত কথা বলছো—তোমরা কিসে কি হয় তা জান না। মাদ্রাজে এমন লোক দেখি না যারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সংসার ত্যাগ করবে! দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি একদিনও একসঙ্গে চলতে পারে না। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছে—আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশাই করে নি, তাই আমি

তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইট মেরেছে, তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি—সুদে আসলে। এখন তারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কখনও তোমাদের মত কাপুরুষ হবো না। আমি কাজ কর্‌তে কর্‌তেই মরবো—পালাব না।

কিন্তু এই দেশে হাজার হাজার লোক রয়েছে যারা আমার বন্ধু এবং শত শত ব্যক্তি রয়েছে যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ কর্‌বে। কপট হিন্দু শিষ্যগণের মত নহে। প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বাড়বে আর যদি এখানে আমি তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করি, তবে আবার ধর্ম্মের আদর্শ, জীবনের আদর্শ সফল হবে—বুঝলে?

এখানে যে সার্ব্বজনীন মন্দির (Temple Universal) প্রতিষ্ঠা হবার কথা উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাচ্য শুনতে পাই না, তবে মার্কিন জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্কে আমার আড্ডা গেড়ে বসেছে এবং আমার কাজ চল্‌তে থাকবে। আমি শীঘ্র আমার শিষ্যদের যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তির জন্য একটি গ্রীষ্মকালোপযোগী নির্জ্জন স্থানে লয়ে যাচ্চি—যাতে আমার অবর্ত্তমানে তারা কাজ চালাতে পারে। এই ভাবে আমার কাজ চলেছে। আমার ভাবসমূহ ভারতে ছড়াতে বা বাড়তে পারবে না।

যাহা হউক, বৎস আমি তোমাদের যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। তোমাদের তিরস্কার করার দরকার হয়েছিল। এখন কাজে লাগ—কাগজখানার জন্য এখন উঠে পড়ে লাগ। আমি কল্‌কাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি—মাসখানেকের ভিতর তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাবো, কিন্তু পরে নিয়মিতরূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারবো। এখন কাজে লাগ। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেয়ো না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং দৃঢ় দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব কোর্‌বো। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কল্‌কেতা ও মাদ্রাজ দু'জায়গায় কাজের জন্য টাকার যা দরকার তা নিজেই রোজগার কোরবো। রামকৃষ্ণকে অবতার বলে মান্‌বার জন্য লোককে বেশী পীড়াপীড়ি কোরো না। আমি এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বোল্‌বো। সমগ্র ধর্ম্মটাই বেদান্তের মধ্যে আছে—অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি সোপানের ভিতর আছে—একটি আর একটির পর এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি সোপানস্বরূপ। ইহার প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে; এই বেদান্ত—অর্থাৎ ধর্ম্মের এই সারভাগ। ভারতের

বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহার ও ধর্ম্মমতের ভিতর দিয়ে যা দাঁড়িয়েছে, সেইটা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্ম। ইহার প্রথম সোপান অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভিতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম্ম—আর সেমিটিক-জাতিদের ভিতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম্ম। অদ্বৈত-বাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ধর্ম্ম বল্‌তে বোঝায় বেদান্ত—বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে উহার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ অবশ্যই হবে। তোমরা বল্‌বে যে, মূল দার্শনিকতত্ত্ব যদিও এক, তথাপি শাক্ত, শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির ভিতর উহা বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন বাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে উহাদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে এই ভাবে উহাদের সামঞ্জস্য দেখাও—আর আনুষ্ঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও—অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যা-ত্মিক ভাবটার প্রচার কর, লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিক্‌। আমি এই বিষয়ে এক খানি বই লিখতে চাই—সেই জন্য আমি সব ভাষ্যগুলি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার

কাছে উপস্থিত কেবল রামানুজভাষ্যের একখণ্ড মাত্র এসেছে।

আমেরিকান থিওজফিষ্টেরা অন্য থিওজফিষ্টদের দল ছেড়ে দিয়েছে—এখন তারা ভারতকে ঘৃণা করে। গরিব বেচারারা করবে কি? মিথ্যার কখনও জয় হয়? ইংলণ্ডের ষ্টার্ডি সাহেব যিনি সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে আমার গুরুভ্রাতা শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি আমাকে এক পত্র লিখে জান্‌তে চেয়েছেন আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁকে একখানি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র লিখেছি। বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের খবর কি? আমি তাঁর কাছ থেকে আর কিছু খবর পাই নি। মিশনরিগণ ও অপরাপর সকলকে তাদের যা প্রাপ্য, তা দিয়ে দাও। আমাদের দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢ়চেতা লোককে ধর—ভারতে বর্ত্তমান ধর্ম্মের সম্বন্ধে বেশ সুন্দর ওজস্বী অথচ বেশ সুরুচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখ আর উহা আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও। আমার সঙ্গে ঐরূপ ২।১ খানা কাগজের জানা শুনা আছে। তোমরা ত জান, আমি একজন বিশেষ লিখিয়ে নই আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানোরও আমার অভ্যাস নেই। আমি চুপ চাপ বসে থাকি আর যা কিছু আস্‌বার আমার কাছে আসে—তার জন্য আমি

বিশেষ চেষ্টা করি নি। নিউইয়র্ক থেকে "দার্শনিক পত্র (Metaphysical Magazine)" বলে একখানা নূতন কাগজ বের হয়েছে—ওখানা বেশ ভাল কাগজ। পল কেরসের কাগজটা মন্দ নয় তবে উহার গ্রাহক সংখ্যা ওখানে বড় কম। বৎস, আমি যদি বিষয়ী কপট হতাম তবে একটা বড় সংঘ গঠন করে খুব বাজিমাৎ করতে পারতাম। হায়, হায়, এখানে ধর্ম্ম বলতে তার বেশী কিছু বুঝায় না। টাকার সঙ্গে নাম যশ এই হলো পুরহিতের দল, আর টাকার সঙ্গে কাম যোগ দিলে হল সাধারণ গৃহস্থের দল। আমাদের এখানে একদল নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবে না। অবশ্য এটি ধীরে—অতি ধীরে হবে। ইতিমধ্যে—তোমরা কাজ করে চল আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে এবং সাহস থাকে, তবে মিশনরিরা যা পাবার উপযুক্ত, তাদের তাই দাও। যদি আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাই, আমার শিষ্যেরা চমকে যাবে—মিশনরিরাও আর তর্ক করে না, তারা কেবল গালাগাল করে। সুতরাং আমাকে ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে চলবে না। সেদিন রমাবাই নামক খ্রীষ্টিয়ান মহিলাটি আমার একজন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেমসের কাছ থেকে খুব জোর ধাক্কা খেয়েছেন—

কাগজের সেই অংশটা তোমাকে পাঠালাম। সুতরাং তোমরা দেখ্ছো, তারা আমার এখানকার বন্ধুবর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধাক্কা খাবে আর তোমরাও ভারতে মধ্যে মধ্যে তাদের ঐরূপ দুচার ঘা দিতে থাক—আর ঐ দুটোর মধ্যে আমি আমার নৌকা সিধা চালিয়ে নিয়ে যাই। এখন আমার কাগজখানা কোনরূপে বার কর্বার খুব ঝোঁক হয়েছে—উহার সুর যেন ছেব্লা না হয়—ধীর গম্ভীর উঁচু সুরে বাঁধা চাই। আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো—ভয় করো না—কাজ আরম্ভ করে দাও—আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো—আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় করে দেবো—আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখ্বো এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখকদের ধর। তোমার ভগিনীপতি ত একজন খুব ভাল লেখক। তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস ভাই খেতড়ির রাজা লিমড়ি ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেব, তারা কাগজটার গ্রাহক হবে—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ করে যাও। আমরা বড় বড় কাজ কোরবো—ভয় করো না। এইটি একটা নিয়ম কোরো যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যার

পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের মধ্যে কোন না কোন একটার খানিকটা অনুবাদ থাক্‌বে। আর এক কথা—তুমি সকলের সেবক হও, একদম অপরের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চেষ্টা কোরো না—ঐ রকম কর্‌তে গেলে তার ভিতর ঈর্ষ্যার উদ্রেক হবে, তাইতেই সব মাটি করে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি উহার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখ্‌বো আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ লও—তার মধ্যে একটা যেন দ্বৈত ভাষ্যের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। কাগজের উপর-পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাক্‌বে। আর ঐ উপরের পৃষ্ঠার চারিধারে খুব ভাল প্রবন্ধ গুলির ও উহাদের লেখকদের নাম থাক্‌বে। আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাব। কাজ করে চল। তোমরা বড় অদ্ভুত কাজ করেছ। আমরা আমাদের ভিতর থেকে ছাড়া অন্য সাহায্য চাই না। হে বৎস, আমরাই এটা কাজে পরিণত কোর্‌বো—তোমরা বিশ্বাসী হও ও ধৈর্য্য ধরে থাক। আশা করি, সামান্য তোমায় কিছু সাহায্য কর্‌তে পারে। আবার অপর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যেও না—সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চল। সকলকে আমার প্রণয় ভালবাসা।

সদা আশীর্ব্বাদক—তোমাদের বিবেকানন্দ।

পুঃ—আয়ার এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করে চল্‌বে। যদি তুমি নিজকে নেতারূপে সাম্‌নে দাঁড় করাও, তা হলে কেউ তোমার সাহায্য কর্‌তে আস্‌বে না, আর বোধ হয় তোমার কৃতকার্য্য না হবার গুপ্ত রহস্য ইহাই।—আয়ারের নামটাই যথেষ্ট—তাঁকে যদি না পাও, অন্য কোন বড় লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য্য হতে চাও, অহংটাকে আগে নাশ করে ফেল।

ইতি—বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৮)

নিউইয়র্ক।

৫৪ নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।

৭ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিস্ ফার্ম্মারের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেল্‌বার দরুণ আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম, তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠান

হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে। মিস্ আর্সবি আপনাকে সেটা পাঠিয়ে দেবেন।

গতকল্য আমি মাদ্রাজ অভিনন্দন সভার সভাপতির কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম—তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্যবাদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার মাদ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে একত্রযোগে কাজ করতে বলেছিলাম। এই ভদ্রলোকটি মাদ্রাজ সহরের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আর মাদ্রাজের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের একজন বিচারপতি—ভারতে ইহা একটি অতি উচ্চপদ।

আমি নিউইয়র্কে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আর দুটি বক্তৃতা দেবো—'মট্ স্মৃতি-মন্দিরের' উপর তলায় এই দুটি বক্তৃতা হবে। প্রথমটি আগামী সোমবার হবে। বিষয়—'ধর্ম্ম-বিজ্ঞান', দ্বিতীয়টির বিষয় 'যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।'

মিস্ আর্সবি প্রায়ই ক্লাসে আসেন। মিঃ ফ্লন এক্ষণে আমার কার্য্যের উপর বিশেষ অনুরাগ দেখাচ্ছেন ও উহার প্রসারের জন্য যত্ন নিচ্ছেন। ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আসে না। আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার প্রতি বেজায় বিরক্ত হয়েছে। মিস্ হ্যাম্‌লিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমার ইচ্ছা

আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বুঝেন যে ইংরাজ শাসন বল্‌তে ভারতে কি বুঝায়।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ সন্তান
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৯)

নিউইয়র্ক
১৪ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

বইগুলি সব নিরাপদে পৌঁচেছে। তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। শীঘ্রই তোমায় আমি কিছু টাকা পাঠাতে পারবো—খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন কয়েক শতমাত্র, তবে যদি বেঁচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাবো।

এখন নিউইয়র্কের উপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে—আশা করছি, একদল স্থায়ী কর্ম্মী তৈয়ারী করে যেতে পারবো—যারা, আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে কাজ চালাবে। বৎস দেখছো, এই সব খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই নয়। যখন আমি চলে যাব, তখন এখানে আমার কার্য্যের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া উচিত। আর প্রভুর আশীর্ব্বাদে তা শীঘ্রই হবে। অবশ্য

টাকাকড়ি লাভের দিক্ দিয়ে ধর্‌লে এতে সফলতা দাঁড়াল না বল্‌তে হবে। কিন্তু জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান্।

অতএব তুমি আমার জন্য মাথা ঘামিও না—প্রভু সদাই আমায় রক্ষা কর্‌ছেন।

আমার এদেশে আসা আর এত পরিশ্রম করণ বৃথা হতে দেওয়া হবে না।

প্রভু দয়াময়। আর যদিও এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আবার এরূপ লোকও অনেক আছে, যারা শেষ পর্য্যন্ত আমার সহায়তা কোর্‌বে। অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়—এই তিনটি জিনিষ থাকলে যে কোনও সাধু-আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়—সিদ্ধির ইহাই রহস্য।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪০)

নিউইয়র্ক।
C/o মিস্ মেরি ফিলিপ্‌স্।
১৯নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা।
২৮শে মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে আমি একশ ডলার অথবা ইংরাজী মুদ্রা হিসাবে ২০ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম। আশা-করি, এতে তোমাদের কাগজটা বার কর্‌বার কিঞ্চিৎ সাহায্য হবে, পরে ধীরে ধীরে আরও সাহায্য কর্‌তে পার্‌বো।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

পুঃ—পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তি-স্বীকার কোর্‌বে। এখন থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানা। অবশেষে আমি এদেশে কিছু করে যেতে সমর্থ হলাম।

বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪১)

আমেরিকা।

১লা জুলাই, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমাদের প্রেরিত মিশনরিদের বইখানা ও রামনাদের রাজার ফটো পেলাম। আমি রাজা ও মহীশূরের দেওয়ান উভয়কেই পত্র লিখেছি। রমাবাইএর দলের লোকদের সঙ্গে ডাঃ জেন্‌সের বাদ-প্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনরিদের পুস্তিকাখানা এখানে বহুদিন পূর্ব্বে পৌঁচেছে। ঐ পুস্তিকাখানাতে একটা অসত্য কথা আছে। আমি এদেশে খুব বড় হোটেলে কখনও খাই নি, আর কোনরূপ হোটেলেও খুব কমই গেছি। বাল্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা নিগ্রো ভেবে কোন কালা আদ্‌মিকে স্থান দেয় না—সেইজন্য ডাঃ ভ্রুম্যান্‌কে—আমি যাঁর অতিথি ছিলাম—ঐখানে একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল—কারণ, তারা নিগ্রো ও বিদেশীদের মধ্যে প্রভেদ জানে। আলাসিঙ্গা, তোমায় বল্‌ছি শুন, তোমাদের নিজেদেরই নিজেদের সমর্থন কোর্‌তে হবে। তোমরা কচি খোকার মত ব্যবহার কোর্‌ছো কেন? যদি কেউ তোমাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ

করে, তোমরা নিজেরাই উহার সমর্থন কোর্‌তে এবং আক্রমণকারীকে মুখের মত জবাব দিতে পার না কেন? আমার সম্বন্ধে বল্‌ছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। আমার এখানে শত্রুর চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী। আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র খ্রীষ্টিয়ান আর শিক্ষিতদের ভিতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনরিদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে। আবার মিশনরিরা কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে লাগ্‌লে, যেহেতু মিশনরিরা তার বিপক্ষ, সেই হেতুতেই শিক্ষিতেরা সেটি পছন্দ করে। এখন মিশনরিদের শক্তি এখানে অনেক কমে গেছে এবং দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। যদি তারা হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ কোর্‌লে তোমাদের কষ্ট হয়, তবে তোমরা অভিমানী ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে কেন এস? তোমরা কি লিখ্‌তে পার না এবং তাদের ধর্ম্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পার না? কাপুরুষতা ত আর ধর্ম্ম নয়!

এখানে ইতিমধ্যেই ভদ্র সমাজের ভিতর একদল লোক আমার ভাব নিয়েছে—আগামী বর্ষে আমি তাদের এমন ভাবে সংঘবদ্ধ কোর্‌বো, যাতে তাদের দ্বারা একটা কাজ চলে যেতে পারে, তারপর আমি ভারতে চলে গেলে তারাই কাজ চালাবে। আমার এখানে এমন অনেক

বন্ধু আছে, যারা আমার এখানে সাহায্য কোর্‌বে এবং ভারতেও আমায় সাহায্য কোরবে। স্থতরাং তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। তবে তোমরা যতদিন মিশনরিদের আক্রমণে কেবল চীৎকার কোর্‌বে এবং কিছু না কোর্‌তে পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি তোমাদের দিকে চেয়ে হাস্‌বো। তোমরা ছেলেদের হাতের ছোট ছোট পুতুলের মত, তা ছাড়া তোমরা আর কি? 'হে স্বামিন্, মিশনরিরা আমাদের কাম্‌ড়াচ্ছে—উঃ—জ্বলে মলুম—উঃ—উঃ।' স্বামী আর বুড়ো খোকাদের জন্য কি কোর্‌তে পারে?

বৎস! আমি বুঝ্‌ছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মানুষ তৈরী কোর্‌তে হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও নপুংসকের বাস। স্থতরাং বিরক্ত ও অস্থির হয়ো না। আমাকে ভারতে কাজ করবার জন্য উপায়ের যোগাড় কোর্‌তেই হবে। আমি কতকগুলো মস্তিষ্কহীন অপদার্থ লোকের হাতে গিয়ে পড়্‌ছি না।

তোমাদের অস্থির হবার দরকার নেই, তোমরা খুব অল্প হও না কেন, যতটুকু পার করে যাও। আমাকে একলা আগা পাস্তলা সব করে যেতে হবে। কল্‌কেতার লোকদের এত সঙ্কীর্ণভাব! আর তোমরা মাদ্রাজীরা কুকুরের ডাকে মূর্চ্ছা যাও! 'নায়মাত্মা বলহীনেন

লভ্যঃ।' 'কাপুরুষেরা কখন এই আত্মাকে লাভ কোর্‌তে পারে না।' তোমাদের আমার জন্য ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা কেবল নিজেদের আত্মরক্ষা করে যাও, আমাকে দেখাও যে, তোমরা ঐটুকু কোর্‌তে পার, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট হব আর কোন আহাম্মক আমার সম্বন্ধে কি বোল্‌ছে তাই নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। কোন আহাম্মকের আমার সম্বন্ধে সমালোচনা শুন্‌বার জন্য আমি বসে নেই। কচি ছেলে তোমরা, তোমরা জান কি যে, কেবল প্রবল ধৈর্য্য, মহান্ সাহস ও কঠোর চেষ্টার দ্বারাই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়ে থাকে। আমার আশঙ্কা হয়, কিডির অন্তরাত্মা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর যেমন ঘূরপাক খেয়ে থাকে, সেইরূপ ঘূরপাক খেয়ে তার ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। একটু কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কলম ধরুক না। মাদ্রাজীরা 'স্বামী', 'স্বামী' বলে না চেঁচিয়ে ঐ দুষ্টুদের বিরুদ্ধে কি এখন যুদ্ধঘোষণা কোর্‌তে পারে না, যাতে তারা দয়ার জন্য 'ত্রাহি ত্রাহি' করে চীৎকার কোর্‌তে থাকে। তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ কোর্‌তে পারে—কাপুরুষেরা কখন পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, তোমাদের এই একেবারে বল্লুম—জেনে রেখো যে, প্রভু আমায় হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন। যত দিন আমি

পবিত্র থাকবো এবং তাঁর দাস হয়ে থাকবো, ততদিন কেউ আমার একটা কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ কোরতে পারবে না।

তোমাদের কাগজখানা বার করে ফেল। যে কোন রকমে হোক, আমি খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে থাকবো। তোমরা কাজ করে চল। এই জগতের জন্য কিছু কর— তা হলে তারা তোমায় সাহায্য কোরবে। আগে মিশনরিদের বিরুদ্ধে চাবুক ধরে—তাদের কশে লাগাও। তবে সমগ্র জাতটা তোমাদের দিকে হবে। সাহসী হও, সাহসী হও,—মানুষ একবারমাত্রই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোন মতে কাপুরুষ না হয়।

সদা প্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৭২)

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত—

স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

আমেরিকা।

৯ই জুলাই, ১৮৯৫।

* * * আমার ভারতে ফেরা সম্বন্ধে কথাটা এই :— ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই। মহারাজ ত বেশ ভালই

জানেন, আমার স্বভাবটা হচ্ছে, যে বিষয়ে লাগি, সেটাকে অধ্যবসায়ের সহিত কাম্‌ড়ে ধরে থাকি। আমি এ দেশে একটি বীজ পুতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আশা করি অতি শীঘ্রই ইহা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি ; আমি কতকগুলি সন্ন্যাসী কোর্‌বো, তার পর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্‌রিরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগ্‌ছে, ততই তাদের দেশে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে। এই খ্রীষ্টিয়ান পাদ্‌রিরা টাকার জন্য এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য যা ইচ্ছা তাই সব করে থাকে। তবু তারা তাদের বিদ্যা বুদ্ধি কলাকৌশল যতই খাটাক না কেন, তারা প্রতিদিনই বুঝ্‌ছে, আমাকে চেপে মেরে ফেলা তাদের পক্ষে একটু কঠিন কাজ। ইতিমধ্যে লণ্ডনে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি আগষ্টের শেষে সেখানে যাব মনে করেছি—দেখি, ওদিকে পাদ্‌রিদের কিরূপ ঘাঁটাতে পারা যায়। যাই হোক, আগামী শীতকাল কতকটা লণ্ডনে ও কতকটা নিউইয়র্কে কাটাতেই হবে—তার পরেই আমার ভারতে ফের্‌বার বাধা থাক্‌বে না। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে এই শীতটার পরে এখানকার কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেক

কার্য্যকেই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে কোন ব্যক্তি তার সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে ভুল বুঝ্‌বে। সুতরাং বাধা অত্যাচার আসুক, স্বাগতম্—কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে এবং ভগবানে প্রবল বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে, তবেই এ সব উড়ে যাবে।
* * * *

ইতি
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৩)

১৯ পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা,—
নিউইয়র্ক।
৩০শে জুলাই, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ঠিক কোরেছ। নাম আর 'মটো' * ঠিকই

---

* স্বামীজির উৎসাহে মাদ্রাজ হইতে এই সময়ে (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) ব্রহ্মবাদিন্ নামক পাক্ষিক (পরে মাসিক) ইংরাজী পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম এবং মটো 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'কে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্র উঠিয়া গিয়াছে।

হয়েছে। বাজে সমাজসংস্কার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে সমাজসংস্কার হতে পারে না। কে তোমায় বল্লে, আমি সমাজ সংস্কার চাই? আমি ত তা চাই না। ভগবানের নাম প্রচার কর, কুসংস্কার ও সমাজের আবর্জ্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বোলো না। "সন্ন্যাসীর গীতি" * এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই তিনটি জিনিষ থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না। আমি দিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব কোর্‌ছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।

সদা আশীর্ব্বাদক—
বিবেকানন্দ।

---

* Song of the Sannyasin নামক স্বামিজী রচিত বিখ্যাত কবিতা ব্রহ্মবাদিন্ পত্রের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৪)

১৭ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা

নিউইয়র্ক।

১৮৯৫।

প্রিয় কিডি,

তোমাকে এক লাইন না লিখে একখানা গোটা চিঠি লিখ্‌ছি।

তুমি দিন দিন উন্নতি কোরছ জেনে খুব সুখী হ'লাম। তুমি যে ভাবছ, আমি আর ভারতে ফিরবো না, এটা তুমি ভুল বুঝেছ। আমি শীঘ্র ভারতে ফির্‌বো। তবে কোন বিষয় আরম্ভ করে সেটাতে অসিদ্ধকাম হয়ে ছেড়ে দেওয়া আমার অভ্যাস নয়। এখানে আমি একটা বীজ পুঁতেছি, উহা শীঘ্রই বৃক্ষে পরিণত হবে—হবেই হবে তবে আমার এ শঙ্কা হয় যে, যদি আমি তাড়াতাড়ি করে উহার প্রতি যত্ন নেওয়া বন্ধ করি, তবে তাতে উহার বাড়ের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাগজটা বার করে ফেল। তোমাদের সঙ্গে আমার এখানকার লোকদের যোগাযোগ করে দিয়ে আমি ভারতে যাচ্ছি আর কি।

বৎস, কাজ করে যাও—রোম একদিনে নির্ম্মিত হয়

নাই। আমি প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। সুতরাং শেষে সব ভালই দাঁড়াবে। চিরদিনের জন্য আমার ভালবাসা জানিবে।

তোমার
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৫)

আমেরিকা।
আগষ্ট, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি প্যারিসে উপস্থিত হব। সুতরাং কল্‌কেতা ও খেত্‌ড়িতে লিখে দিও যে, উপস্থিত যেন সেখান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় না লেখে। তবে আগামী শীতেই আবার নিউইয়র্কে ফির্‌ছি। সুতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকে, তবে নিউইয়র্কে ১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা ঠিকানায় উহা পাঠাবে। এ বছর আমি অনেক কাজ করেছি, আস্‌চে বছর আরও বেশী কর্‌বার আশা করি। মিশনরিদের বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামিও না। তারা যে চেঁচাবে, ইহা

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত দুই বৎসর মিশনরি ফণ্ডে মস্ত ফাঁক পড়েছে আর সেটা বাড়তেই চোলেছে। যাই হোক্ মিশনরিদের সম্পূর্ণ সিদ্ধি হোক্ আমি ইচ্ছা করি। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর উপর অনুরাগ থাক্‌বে, আর সত্যের উপর বিশ্বাস থাক্‌বে, ততদিন হে বৎস, কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি কোর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু এর মধ্যে একটাও নষ্ট হয়ে গেলে তা বড় বিপজ্জনক। তুমি বেশ বলেছো, আমার ভাবগুলি ভারত অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে অধিক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে। আর প্রকৃতপক্ষে ভারত আমার জন্য যা করেছে, আমি ভারতের জন্য তার চেয়ে বেশী করেছি। এক টুকরা রুটি তার সঙ্গে ঝুড়িখানেক গালাগাল আমি সেখানে এই পেয়েছি। আমি সত্যে বিশ্বাসী, আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভু আমার জন্য দলে দলে কর্ম্মী প্রেরণ করেন। আর তারা ভারতীয় শিষ্যগণের মতও নয়, তারা তাদের গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ কোর্‌তে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি কর্ত্তব্যে বিশ্বাসী নহি, কর্ত্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিলাষস্বরূপ, উহা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। কর্ত্তব্য ত একটা বাজে কথামাত্র। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন

ছিন্ন হয়ে গেছে—এই শরীর কোথায় যায় বা না যায়, আমি তা কি গ্রাহ্য করি? তোমরা আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহায্য কোরে এসেছ—প্রভু তোমাদিগকে তার পুরস্কার দেবেন। আমি ভারত বা আমেরিকা থেকে প্রশংসা কখনও চাইও নি আর ঐরূপ ফাঁকা জিনিষ এখনও খুঁজছি না। আমার—ভগবানের সন্তান আমার—একটা সত্য শিক্ষা দেবার আছে। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন, তিনিই ভূগর্ভ মধ্য হতেও আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহকর্ম্মী সব প্রেরণ কোর্‌বেন। তোমরা—হিন্দুরা কয়েক বর্ষের ভিতরই দেখ্‌বে, প্রভু পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড করেন! তোমরা সেই প্রাচীন কালের য়াহুদী জাতির মত—জাবপাত্রশায়ী কুকুরের মত—তোমরা নিজেরাও খাবে না, অপরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের ধর্ম্মভাব মোটেই নাই—তোমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন রান্নাঘর। তোমাদের শাস্ত্র হচ্ছে ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয়—দলে দলে তোমাদের নিজেদের মত রাশি রাশি অপত্যোৎপাদনে। তোমরা কয়েকটি ছেলে খুব সাহসী, কিন্তু কখনও কখনও আমার মনে হয়, তোমরাও বিশ্বাস হারাচ্ছ। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন

কাপুরুষ না থাকে। তোমাদের মধ্যে—সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, সর্ব্বদা তার সঙ্গ কোর্‌বে। বড় বড় ব্যাপার কখনও সহজে বিনা বাধায় হয়ে থাকে? সময়, ধৈর্য্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তবে কাজ হয়। আমি তোমাদের এখন অনেক কথা বো'ল্‌তে পার্‌তাম, যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌তো, কিন্তু আমি তা বোল্‌ব না। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হবে না। দৃঢ় ভাবে লেগে থাক। প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

(৪৬)

প্যারিস।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই মাত্র তোমার ও জি, জি'র পত্র যুক্তরাজ্য, আমেরিকা ঘুরে আমার কাছে পৌঁছুল।

তোমরা যে মিশনরিদের আহাম্মকি বাজে কথাগুলো

পড়ে সত্য সত্যই এতটা বিচলিত হয়েছো, তাতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কল্‌কেতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দু-খাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের বোলো, তারা যেন আমার একটা রাঁধুনি ও তাকে রাখ্‌বার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কড়া কানাকড়ি সাহায্য কর্‌বার মুরোদ নেই—এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া—এতে আমার হাসিই আসে।

অপর দিকে, যদি মিশনরিরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগরূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বোলো যে, তারা মস্ত মিথ্যাবাদী। মিশনরি হিউথকে লিখে জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, তিনি যেন পরিষ্কার করে লেখেন, তিনি আমার কি অসদাচরণ দেখেছিলেন। অথবা তিনি যদি অপর কারও কাছে তা শুনে থাকেন, তবে তাঁর নামই বা কি এবং তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কি না। এইরূপ কোর্‌লেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে, আর তাদের দুষ্টামিপ্রসূত মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। ডাঃ জেন্‌স ঐ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, যে-কোন ব্যক্তি হোক কারও কথায় আমি চোল্‌বো না। আমার

জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর আমার জাতিবিশেষের উপর তীব্র অনুরাগ বা জাতিবিশেষের উপর তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি আমি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বোক্‌লে চোল্‌বে না, আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—তোমরা এখন নিজেদের সাম্‌লাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা আর বাজে আহাম্মকি বোকো না।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি—আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, সব কল্‌কেতা ও মাদ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত কর্‌বার পর তাদের আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চল্‌তে হবে। তোমরা কি লজ্জিত হোচ্ছ না? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি? আমি কি তাদের প্রশংসার একটুকু তোয়াক্কা রাখি, না—তাদের নিন্দার ভয় করি? বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্য্যন্ত এখনও আমায় বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও। তা যদি না পার, চুপ করে থাক, কিন্তু তোমাদের আহাম্মকি দিয়ে তোমাদের মনোমত কাজ করাবার চেষ্টা কোরো না।

আমার পিছনে আমি এমন একটা শক্তি দেখ্‌ছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণে বড়। আমার কারও সাহায্যের দরকার নেই। আমিই ত সারাজীবন অপরকে সাহায্য করে আস্‌ছি। আমাকে সাহায্য কোরেছে, এমন লোক ত আমি এখনও দেখ্‌তে পাই নি। বাঙ্গালীরা, তাদের দেশে যত লোক জন্মেছে, তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কয়েকটা টাকা তুল্‌তে পারে না, এদিকে তারা ক্রমাগত বাজে বোক্‌ছে, আর যার জন্যে তারা কিছুই করে নি, বরং যে তাদের জন্য তার যথাসাধ্য কোরেছে, তারই উপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!! তোমরা কি বোল্‌তে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, সেই জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন. দয়া-লেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ কর্‌বার ও মর্‌বার জন্য আমি জন্মেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্‌তে চাই নি। আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র Politics আর সব বাজে।

আমি কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমার

তথাকার ঠিকানা হবে ৩০ ই, টি, ষ্টার্ডি, হাইভিউ, কেভারস্থাস, রেডিং ইংলণ্ড।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার কোর্‌বো মনে কোর্‌ছি। সুতরাং তোমাদের কাগজের জন্য তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর কোর্‌লে চল্‌বে না। তোমরা ছাড়াও আমার অনেক জিনিষ দেখ্‌বার আছে।

ইতি—বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

(৪৭)

রেডিং, ইংলণ্ড।

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রিয়—

* * জীবনটা কতকগুলো যুদ্ধ ও ভুলভাঙ্গার সমষ্টিমাত্র। * * জীবনের রহস্য হচ্ছে—নানারূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ—ভোগ করা নহে। কিন্তু হায়, যে মুহূর্ত্তে আমরা যথার্থ শিক্ষালাভ কোর্‌তে আরম্ভ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ওপারে যাবার ডাক

পড়ে। অনেকের মতে, আমাদের মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের পক্ষে ইহা একটা প্রবল যুক্তি। * * সব স্থলেই কাজের উপর একটা ঝড় বয়ে যাওয়া খুব ভাল। তাতে হাওয়াটাকে পরিষ্কার করে দেয় এবং আমাদিগকে সব জিনিষের স্বরূপসম্বন্ধে যথার্থ অন্তর্দ্দৃষ্টি দিয়ে থাকে। কাজ নূতন করে আরম্ভ হয়, কিন্তু তখন বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। * *

আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে।

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৮)

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।

রেডিং, ইংলণ্ড।

প্রিয়,—

* * পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। * * আমার ভালবাসা জানিবে।

ইতি

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৯)

C/o ই, টি, ষ্টার্ডি।
হাইভিউ, কেভারসাম,
রেডিং ইংলণ্ড।
২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চল। কাগজের কভারটা একটু ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার কর্‌বার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও। মিঃ ষ্টার্ডি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখ্‌বেন। আমি তোমাকে কয়েকখানা কাগজও পাঠাচ্ছি—তার মধ্যে দুখানা যথাক্রমে ধর্ম্মমহাসভা ও মিশনরিগণ সম্বন্ধে। কাগজখানা ইংলিশ চার্চ্চের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র—আমার অনুমান—সম্পাদকপত্নী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন—কারণ, তাঁর বৈঠকখানায় আমি শীঘ্র বক্তৃতা দিব। সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস—তিনি ইংলিশ চার্চ্চের একজন বিখ্যাত পুরোহিত।

ইতিমধ্যেই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে আর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাগজের মন্তব্য পড়লেই বুঝ্‌তে পারবে, লোকে উহা কেমন ভালভাবে নিয়েছে। ষ্টাণ্ডার্ড রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম। আগামী মঙ্গলবার থেকে আমি লণ্ডনে গিয়ে তথায় ৮০, ওক্‌লিষ্ট্রীট, বেল্‌সী, লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম ঠিকানায় একমাস থাক্‌বো। তারপর আমি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীষ্মে এখানে আস্‌বো। এ পর্য্যন্ত দেখ্‌ছো, ইংলণ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতে মিঃ ষ্টার্ডি—আমার এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা যিনি শীঘ্রই এখানে আস্‌ছেন—তাঁর সঙ্গে মিশে ক্লাসগুলি চালাবেন। সাহস অবলম্বন কর ও কাজ করে যাও। ধৈর্য্য ও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া—ইহাই একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে তোমাদের যে টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিরাপদে পৌঁচেছে। উহার প্রাপ্তিস্বীকার আমেরিকায় কোর্‌বে, কারণ, এই পত্র তোমাদেব নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি আমেরিকায় ফির্‌বো। তোমাদের অবশ্য আমার ১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা—এই ঠিকানাটা স্মরণ আছে। তোমরা অবশ্য কেভারসাষ ইত্যাদি ঠিকানায় মিঃ ষ্টার্ডিকে

পত্র লিখ্‌বে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহার কর্‌বে। মাদ্রাজের সঙ্গে পত্র ব্যবহারের প্রতিনিধি হবে তুমি, কল্‌কেতায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আমেরিকায় মিস্ মেরি ফিলিপ্‌স্ ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক,—এইরূপ চল্‌তে থাকুক। এখন কাগজটার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। এটা যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়, তার চেষ্টা কর। মিঃ ষ্টার্ডি সময়ে সময়ে উহাতে লিখ্‌বেন—আমিও লিখ্‌বো। এখন আমি তার টাকা পাঠাতে পার্‌বো না—ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না—সুতরাং আমাকে এখানে সব টাকা খরচ কোর্‌তে হয়েছিল, এক পয়সাও লাভ হয় নি। ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যারা সাময়িক পত্র প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ কোর্‌বে। কাজ করে চল—ধৈর্য্য, পবিত্রতা, সাহস ও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া—এই কটি বিষয় মনে রেখো। আমার সঙ্গে লণ্ডনে কে, মেননের কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এখন কাগজখানাকে দাঁড় করাবার জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি অকপট ও পবিত্র থাক্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত কখনও অকৃতকার্য্য হবে না—মা তোমায় ত্যাগ কর্‌বেন না, তোমার উপর তাঁর সর্ব্বপ্রকার শুভাশীষ বর্ষিত হবে।

ইতি—তোমার বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫০)

লণ্ডন।

১৮ই নবেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে আমি গোটাকতক মন্তব্য দিতে চাই। আমি ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় উহার অনেকগুলি গ্রাহক হয়েছে। ইংলণ্ডেও কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় করে দেবো। ইংলণ্ডে আমার কার্য্য বাস্তবিক খুব চমৎকার হয়েছে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ইংরাজেরা খবরের কাগজে বেশী বকে না, কিন্তু তারা নীরবে কাজ করে। নিশ্চিত বল্‌ছি, আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে। সভাস্থলে দলে দলে লোক আস্‌তে থাকে, কিন্তু এত লোকের ত আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও আর আর সকলেই মেজের উপর আসনপীড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা কর্‌তে বলি যে, তারা যেন ভারতের আকাশ তলে শাখাপ্রশাখা সমন্বিত বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে আর তারা এই ভাবটা পছন্দ করে। অবশ্য আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে যেতে হবে—এরা ভারি দুঃখিত। কেউ কেউ ভাব্‌ছে,

আমি যদি এত শীঘ্র চলে যাই, আমার এখানকার কাজের কিছু ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি লোকের উপর বা কোন জিনিষের উপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুর উপরই আমার নির্ভর এবং তিনি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছেন।

ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ, উহার লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে—একটু যাতে স্বচ্ছ, প্রসাদ-গুণসম্পন্ন ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ান হয়েছে, পরের সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যাটায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুসী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত তোমাদের নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাক আর এখন যেরূপ বাধাই আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে। আরও কতকগুলো বিজ্ঞাপন জোগাড়ের চেষ্টা কর—বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে। আমি 'ভক্তি' সম্বন্ধে খুব একটা বড় লেখা তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, কিন্তু এটি মনে রেখো যে, বাঙ্গালীরা যেমন বলে, 'আমার মরবার পর্য্যন্ত সময় নেই।' দিবারাত্র কাজ—কাজ—কাজ—নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহায্য

করতে হচ্ছে—আমাকে একলাই এই সব করতে হচ্ছে, আর তার দরুণ শত্রুমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্ছি! যাই হোক, তোমরা ত শিশুমাত্র—আমাকে সব সহ্য করতে হবে।

আমি কল্‌কেতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি—তাকে লণ্ডনে রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আমার আর একজনের আবশ্যক। তোমরা কি মান্দ্রাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পারো না? অবশ্য তার আসবার খরচপত্র সব আমি দেবো। তার ইংরাজী সংস্কৃত দুই ভাল জানা চাই—ইংরাজীটা সংস্কৃতের চেয়ে আরও ভাল জানা দরকার। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া দরকার—মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যায়। আবার তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। তোমার কি সংস্কৃত চলনসই গোছ জানা আছে? জি, জি কিছু কিছু জানে। এরূপ কাজে আমি আমার নিজজন চাই। গুরুভক্তিই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা হয়, তুমি তোমার কাগজ ফেলে আস্‌তে পারবে না; জি, জি, কি আস্‌তে পারে? আমি দুজন লোককে এই দুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তার পর আমি ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের অবসর দেবার জন্য নূতন নূতন লোক

পাঠাবো। বাস্তবিক আমি ক্রমাগত কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিনে রক্ত বমি করে মরে যেত। কে. মেনন পূর্ব্বের মতই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছেন। তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। আমাকে C/o. মিস্ মেরি ফিলিপস্, ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক ঠিকানায় পত্র লিখো। আমি আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় যাচ্ছি এবং আগামী গ্রীষ্মে এখানে আবার ফিরবো, ইতিমধ্যে এখানে কাকেও পাঠাতে পারবে কি না ভাবো। আমি দীর্ঘকাল বিশ্রামের জন্য ভারতে যেতে চাই। কিডি, ড ক্টার, সেক্রেটারি সাহেব, বালাজী এবং বাকি সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। সদা আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমার—বিবেকানন্দ।

পুঃ—'ব্রহ্মবাদিনে' বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত।

(একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his moral coil—এরূপ ভাবের ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫১)

লণ্ডন,

২১শে নবেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয়,

আমি ব্রিটানিকা জাহাজে চড়ে আগামী ২৭শে বুধবার আমেরিকা রওনা হচ্ছি। এখানে এ পর্য্যন্ত যতটা কাজ হয়েছে, তা আমার বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। এবং আগামী গ্রীষ্মে আরও সুন্দর কাজ হবে নিশ্চিত। * * ভালবাসাদি জানিবে। ইতি

তোমার—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫২)

আমেরিকা,

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে।

(জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে লিখিত)

* * * * আমাদের বন্ধুটি বৈদান্তিক প্রাণ, আকাশ ও কল্পতত্ত্ব শুনে মোহিত হলেন—তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা ব্যতীত জগৎসম্বন্ধে অন্য কোন মতবাদ পোষণ করতে পারে না। আকাশ ও প্রাণ আবার

জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতবিৎ সঠিক-ভাবে পরীক্ষা যোগে প্রমাণ করতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন গাণিতিক পরীক্ষা দেখ্‌বার জন্য তার কাছে আমার যাবার কথা আছে।

যদি বাস্তবিক এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রেতাভাবতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখ্‌ছি; উহাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে কর্‌ছি * উহার প্রথম অধ্যায়ে হবে সৃষ্টি বিজ্ঞান—তাতে বেদান্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখান হবে। নিম্নলিখিত চিত্রের দিকে দেখ্‌লে এর কতকটা আভাস পাওয়া যাবে।

---

* স্বামিজী ঠিক এই ভাবের কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে এই সময়ের পরবর্তী অনেক বক্তৃতায় এই তত্ত্বগুলির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।
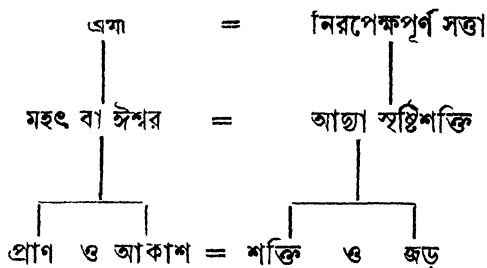
প্রেত্যভাবতত্ত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে কিরূপ গতি হয়, তা কেবল অদ্বৈতবাদের দিক্ থেকে দেখান হবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন,—মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও তথা হইতে বিদ্যুল্লোক যান, সেখান থেকে একজন পুরুষ এসে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায় (অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন)।

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া আসা নাই আর এই যে সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এ গুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপত্তি মাত্র। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন বা অতি স্থূল স্তর হচ্চে আদিত্যলোক অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থূলভূত রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক উহা আদিত্যলোককে ঘেরে আছে। ইহা আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নহে, ইহা

[illegible]গণের আবাসভূমি—অর্থাৎ এখানে প্রাণ আধ্যাত্মিক [illegible] সূক্ষ্মশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ইহারও উপর বিদ্যুল্লোক—এখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বল্লেই হয় আর তাড়িৎ বা বিদ্যুৎ জিনিষটাও সেই রকম—উহা জড় বিশেষ বা শক্তি বিশেষ, বলা বড় কঠিন। তারপর ব্রহ্মলোক—সেখানে প্রাণও নাই, আকাশও নাই—সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আত্মশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। ইঁহাকেই পুরুষ বলে বোধ হয়—ইনি সমষ্টি আত্মাস্বরূপ কিন্তু ইনিও সেই সর্ব্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন—কারণ, এখানেও বহুত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব শেষে তার চরম লক্ষ্যস্বরূপ একত্ব লাভ করে। অদ্বৈতবাদমতে জীবের আসা যাওয়া নেই—এই দৃশ্যগুলি* ক্রমান্বয়ে জীবের সামনে আবির্ভূত হতে থাকে আর এই যে বর্ত্তমান দৃশ্যজগৎ দেখা যাচ্ছে, তাও এইরূপেই সৃষ্ট হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই হয়ে থাকে—তবে প্রলয় মানে পশ্চাদ্দেশে চলে যাওয়া, আর সৃষ্টি মানে বেরিয়ে আসা।

---

* দৃশ্যগুলি এই—(১) স্থূলশক্তি ও জড়=আদিত্য-লোক [(২) বিকশিত সূক্ষ্ম সৃষ্টিশক্তি=চন্দ্র-লোক (৩) বিকাশোন্মুখ সৃষ্টিশক্তি=বিদ্যুল্লোক (৪) অব্যক্ত আদিশক্তি=ব্রহ্মলোক] এবং (৫) সর্ব্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা=নির্গুণ ব্রহ্ম।

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগৎ-মাত্র দেখতে পায়, তখন ঐ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয় আর তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, যদিও অন্যান্য যে সব জীব বদ্ধ রয়েছে, তাদের জন্য ঐ জগৎ থেকে যায়। এখন নামরূপ হচ্ছে জগতের উপাদান। সমুদ্রের একটা তরঙ্গকে তরঙ্গ ততক্ষণ বলি, কেবল যতক্ষণ উহা নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তরঙ্গের বিরাম হলে উহা যে সমুদ্র সেই সমুদ্রই হয় আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেছে বল্‌তে হবে। সুতরাং যে জলটা নামরূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নাম-রূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই আর নামরূপকে কখনও তরঙ্গ বলা যেতে পারে না। উহারা জলে পরিণত হলেই সেই নামরূপের ধ্বংস একেবারে হয়ে যায়। তবে অন্যান্য তরঙ্গগুলির অন্যান্য নামরূপ থাকে বটে। এই নামরূপকেই বলে মায়া, আর জলই এখানে ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত। তরঙ্গ বরাবরই জল ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু আবার তরঙ্গ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তার নামরূপ থাকে। আবার এই নামরূপও এক মুহূর্তের জন্যও তরঙ্গ থেকে পৃথক ভাবে থাকতে পারে না, যদিও জ্ঞানস্বরূপে সেই তরঙ্গটি চিরকালই নামরূপ থেকে পৃথক থাক্‌তে

পারে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে নামরূপকে কখনই পৃথক করা যেতে পারে না, সেই হেতু তারা যে 'আছে' তা বলা যেতে পারে না। কিন্তু তারা একেবারে যে 'কিছুই নয়' তাও নয়, ইহাকেই বলে মায়া।

আমি এই সমস্ত ভাবগুলি সাবধানে বিস্তার করতে চাই, তবে যা বল্লুম, তাতে নিশ্চিত এক আঁচড়ে বুঝে নেবে আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্ব আরও ভাল করে দেখতে গেলে শারীরবিধান-শাস্ত্র আরও বেশ করে আলোচনা করতে হবে। উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধ আলোচনা করতে হবে। তবে আমি এখন গাঁজা খুরি ছেড়ে দিয়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোক দেখতে পাচ্ছি।

* * * *

ইতি—বিবেকানন্দ।

— —

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫৯)

নিউইয়র্ক

২২৮নং, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা।

২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইসঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পূর্ব্ব থেকেই

পাঠালাম—সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ নিযুক্ত করেছে, আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেই সব টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজে ছাপাবার জন্য যথেষ্ট জিনিষ পাবে। এগিয়ে চল। ষ্টার্ডি পরে আরও লিখ্‌বে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বার কোর্‌বে মনে কর্‌ছে—সেই জন্য ব্রহ্মবাদিনের জন্য আমি বেশী কিছু কর্‌তে পারি নি। তোমরা কাগজটার উপর পৃষ্ঠায় একটা পরিষ্কার কভার দিচ্ছ না কেন বল দেখি? এখন কাগজটার উপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর—কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক্—আমি এটা দেখ্‌তে চাই—এবিষয়ে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। ধৈর্য্য ধরে থাক এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাক। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা কড়ির লেন দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁটি হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না। ওসব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ কোর্‌বো জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠান হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস, সাধুতা ও নিষ্ঠা থাক্‌বে ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগামী মেলে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখ্‌বে।

বৈদিক সূক্তগুলি অনুবাদের সময়—ভাষ্যকারেরা উহার কি অর্থ করেছেন, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো, পাশ্চাত্যবিদ্‌দের দিকে একদম দেখো না। উহারা ওর কিছুই বোঝে না। শুধু ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধর্ম্ম ও দর্শন বুঝ্‌তে পারে না।

ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যতটা প্রবন্ধাকারে লেখা হয়েছে, সেগুলি অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে, কিন্তু ক্লাসে যে সব বলা হয়েছে, সেগুলো অমনি এলোপাতাড়ি বলা হয়েছে—সুতরাং সেগুলো একটু দেখে শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলোর উপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভীক হও—তা হলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। "ভক্তিযোগ"টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর উহা গ্রন্থাকারে ছাপিও—ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে উহা খুব বিক্রী হবে। ষ্টাডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মনে রেখো, থিওজফিষ্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার এবং ধৈর্য্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বল্‌তে পারি, আমরা এখনও খুব বড় বড় কাজ কর্‌তে পার্‌ব। হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড়

কাজ হবে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড় আর আমার ভয় হয়, তোমার থিওজ-ফিষ্টদের হাতে পড়বার প্রলোভন আসে। এইটি মনে রেখো, গুরুভক্ত জগৎ জয় কোর্‌বে। ইহাই ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষ্য। আমি জি, জি,র চিঠি পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি। বিশ্বাসেই মানুষকে সিংহবিক্রমশালী করে। তুমি সর্ব্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ কর্‌তে হয়। কখনও কখনও দিনে ২।৩টা বক্তৃতা কর্‌তে হয়। তারপর সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে রুটির যোগাড় কর্‌তে হয়। আমার চেয়ে নরম জ্ঞানের লোক হলে এইতেই তার মৃত্যু হোতো। মিঃ কৃষ্ণমেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখ্‌বে, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে এখনও কিছু লেখে নি। ইংলণ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে। আমি তাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি—এর বেশী আর আমার কর্‌বার ক্ষমতা ছিল না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সে দেশে ফির্‌ছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাক। সত্যনিষ্ঠ, সাধু-ব্যবহারসম্পন্ন ও পবিত্র হও—আর নিজেদের ভিতর বিবাদ করো না। ঈর্ষ্যাই আমাদের জাতির অভিশাপস্বরূপ।

মেল যাচ্ছে—তাড়াতাড়ি করে চিঠিখানা শেষ কর্‌তে

হচ্ছে। আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালবাসা জানাবে। ইতি

বিবেকানন্দ।

পুনঃ—পূর্বে যে ভাষ্যের অনুবাদের কথা বলেছি, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—ব্রহ্মবাদিনে প্রথম সংখ্যায় ঋগ্বেদ-সংহিতার "আনিদবাতং" এর অনুবাদ করা হয়েছে—"তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।" এখন প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করা হয়েছে আর "অবাত" শব্দের আক্ষরিক অর্থ "অস্পন্দভাবে" অর্থাৎ প্রাণের তখন কোন প্রকার কম্পন ছিল না। ইহাতে কল্পপ্রারম্ভে প্রাণের অর্থাৎ সর্বব্যাপী জাগতিক শক্তির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা আলোচনা কর। আমাদের ঋষিগণের জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যা কর—আহাম্মক ইউরোপীয়গণের মত নয়। ওরা কি জানে?

ইতি

বিবেকানন্দ।